জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

আসরানি নেই

৮৪ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে প্রয়াত হলেন কৌতুকাভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। সোমবারই শেষকৃত্য হয়

নতুন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। সপ্তাহ শেষে বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপকূলের জেলাতে মেঘলা আকাশ। শনিবার ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস

৮ দিনের জীবনযুদ্ধ শেষ, বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্ট এক যাত্রীর মৃত্যু

রুশ তেল কিনলেই ফের শুল্ক বৃদ্ধি, হুমকি ট্রাম্পের

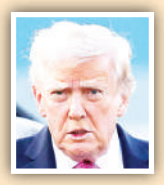

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪৫ ● ২১ অক্টোবর, ২০২৫ ● ৩ কার্তিক ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 145 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 21 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

এসো মাগো আলোর দেবী, আলো নিয়ে এসো মা...

প্রদীপ আর কুলোর মণ্ডপ

৫০ পূর্তির প্রস্তুতি শুরু পরের বছর

প্রতিবেদন : শুরু করেছিলেন মা। তার পর থেকে ৪৮ বছর ধরে চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কালীপুজো। আর এক বছর বাদেই ৫০ বছরে পড়বে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজো। তার প্রস্তুতি শুরু হবে আগামী বছর থেকেই। এ-বছর প্রতিমা সেজেছে কুলো-ধানের ছড়া দিয়ে। রয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বাইরে সাজানো কিছু টেরাকোটার সাজ। বিকেল থেকেই ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রীর পাশাপাশি অভিষেকও অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল সংবাদ নেন। পুজোর পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে সকলের কাছে নিয়ে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। আশিস নেন সকলের।

এদিন বিকেল থেকেই অভ্যাগতদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসেছেন কলকাতা-জেলার নেতারা। সন্ধ্যায় আসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ-সহ একাধিক আমলা। (এরপর ৬ পাতায়)

মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক।

কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পুজোয় চলছে যজ্ঞ। রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পরিজনেরা। সোমবার রাতে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কলমের ঠোকাঠুকি

কলমের ঠোকাঠুকি
লেখায় আঁকিবুকি,
ভাবনা থাকলেও, চিন্তা থাকে না,
কলমের হুটোপুটি,
লেখার লড়াই হাড্ডাহাড্ডি।
কলমের লড়াই সাহিত্য,
গদ্যে-পদ্যে মিলিত শক্তি
কথায় ভাষায় মহত্ত্ব।
কলমে কলম এগিয়ে যায়
যদি ধরতে পারো,
লিখতে গেলে লিখতেই হয়
লেখনীর শক্তি বড়।
এই লেখাতেই নজির গড়ে
সংস্কৃতির বরেণ্য,
তোমার আমার হৃদয়ের ভাষা
তৈরি করে মনোলগ্ন।
এই লেখাতেই সুরের মিলন
ঐক্য বৈচিত্রের ছন্দ,
লেখায়, লেখায় তৈরি হয়
বিশ্ব-সেরার মিঠে গন্ধ।

মহারাষ্ট্রকে ১৫০০ কোটি বাংলাকে শূন্য

প্রতিবেদন : ধিক্কার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। সবার জন্য দরাজহস্ত, শুধু বাংলার জন্য উপুড়হস্ত হয় না কেন্দ্র। কেন্দ্রের মোদি সরকার যে কতটা নির্লজ্জ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ, তা আবার প্রমাণ হয়ে গেল। মহারাষ্ট্র না চাইতেই বন্যার জন্য দেড় হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অর্থ সহায়তা পেল। অথচ উত্তরবঙ্গ ধস ও বন্যায় বিপর্যস্ত হওয়ার পরও এক নয়াপয়সাও কেন্দ্রের কাছ থেকে পেল না বাংলা। বাংলার জন্য বরাদ্দ হল না কোনও আর্থিক প্যাকেজ। ফের সেই বৈষম্য, বঞ্চনা! কেন? কীসের এত জ্বালা কেন্দ্রের? আসলে বাংলায় গোহারা হওয়ার জ্বালা এখনও ভুলতে পারেনি বিজেপি। তাই পদে পদে বাংলাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। সেই ধারা বজায় রইল দুর্যোগের আর্থিক প্যাকেজের ক্ষেত্রেও।

কখনও ডিভিসির ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বানভাসি হয়েছে। কখনও প্রবল বর্ষণ ও ধসে বিপর্যস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গ। চলতি বছরে বাংলার মানুষ বারবার প্রকৃতি ও ম্যান মেড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলার মানুষের জন্য এতটুকু প্রাণ কাঁদেনি কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের। (এরপর ১২ পাতায়)

দুর্যোগেও নির্লজ্জ বঞ্চনা কেন্দ্রের

লেক কালীবাড়িতে পুজো

আজ বড়মার মন্দিরে অভিষেক

প্রতিবেদন : কালীপুজোর বিকেলে হঠাৎ লেক কালীবাড়িতে হাজির সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পুজো দেন কালীমন্দিরে। নিজের হাতে মাতৃ প্রতিমাকে মালা পরিয়ে দেন। তারপর সপরিবার তিনি যোগ দেন কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজোয়। আজ মঙ্গলবার তিনি যাবেন নৈহাটির বড়মার মন্দিরে। সেখানে পুজো দেবেন সাংসদ।

এদিন কালীপুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবার সমৃদ্ধি কামনা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, কালীপুজো ও দীপাবলি আনন্দমুখর হয়ে উঠুক সবার জন্য। সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক সবার জীবন। কালীপুজোর পুণ্য লগ্নে মায়ের কাছে শুধু এই কামনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মা কালীর আরাধনায় উপস্থিত থেকেও তিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেন। এদিন লেক কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মন্দিরের সেবায়তদের সঙ্গেও কথা বলেন।

লেক কালীবাড়িতে পুজো অভিষেকের।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 October, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৪৩
ঐতিহাসিক 'আজাদ হিন্দ' বা 'আইএনএ দিবস'। এই দিনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজের শাসন-শোষণের শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গঠন করেছিলেন 'আর্জি-হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ সরকার'। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সিঙ্গাপুরে গঠন হওয়া অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারকে অক্ষশক্তির ৯টি দেশ স্বীকৃতি জানায়। এই সরকারের সৈন্যবাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' জাপানের সহযোগিতায় এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের ভূ-খণ্ডের বেশকিছু অঞ্চল নিজেদের অধিকারে নিতে সক্ষম হয়। এই সরকারের নিজস্ব মুদ্রা, বিচার ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি ছিল। বিপ্লবী এ সরকার ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তা ইতিহাসে আজও শ্রদ্ধার আসনে অলঙ্কৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ কিংবা আজাদ হিন্দ সরকার টিকে থাকতে না পারলেও এর প্রভাবে অচিরেই ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত হয় ভারত।

১৮৩৩
আলফ্রেড নোবেল
(১৮৩৩-১৮৯৬) এদিন সুইডেনের স্টকহলমে জন্মগ্রহণ করেন। কী-ই না করেছেন তিনি একা হাতে! ডিনামাইট-সহ ৩৫৫টি আবিষ্কারের পেটেন্ট ছিল তাঁর ঝুলিতে, লিখেছেন উপন্যাস, কবিতা, নাটক। সাধে কি ভিক্টর হুগো তাঁকে

'ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ভ্যাগাবন্ড' বলেছিলেন? মারা যাওয়ার ঠিক এক বছর আগে একটা উইল করেছিলেন আলফ্রেড। আর সেই উইলের জন্যেই তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত। মৃত্যুর পর দেখা যায় উইলে আত্মীয়দের জন্য প্রায় কিছুই রেখে যাননি। বরং উইলে একটি ফাউন্ডেশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। নোবেল ফাউন্ডেশন। তার কাজ হবে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য আর শান্তির জন্য সেই বিষয়ের সেরা মানুষটাকে পুরস্কৃত করা। ১৯০১ সালে প্রথমবারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯২৮ শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৯২৮-২০১৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা জ্ঞান সঞ্চয়নের বৃহত্তম টাইটানিক জাহাজ ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। লেখক হিসেবে শঙ্করীপ্রসাদ ছিলেন বিচিত্রচারী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চার পাশাপাশি গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে বাংলা খবরের কাগজে ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ নিয়ে প্রতিবেদন লেখার অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। ক্রিকেট নিয়ে তাঁর বইও আছে 'লাল বল লারউড'। আবার তিনিই সাত খণ্ডে 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'-এর মতো গবেষণালব্ধ বই লিখতে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ৫০টির বেশি বই, অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। পেয়েছেন আনন্দ, সাহিত্য অকাদেমি-সহ অজস্র পুরস্কার।

১৯৩১ শাম্মী কাপুর (১৯৩১-২০১১) এদিন মুম্বইয়ে জন্ম নেন। আসল নাম শমশের রাজ কাপুর। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে বলিউডে নায়ক ছিলেন। 'কলেজ গার্ল', 'জংলী', 'তিসরি মঞ্জিল', 'কাশ্মীর কি কলি', 'বদতমিজ', 'প্রেমরোগ', 'অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস'-সহ অসংখ্য বক্স অফিসে সফল ছবিতে অভিনয়।

১৯৯৮ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৯৮) এদিন প্রয়াত হন। বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। এদেশে পাভলভীয় পদ্ধতিতে মনোরোগের চিকিৎসা তিনিই শুরু করেন। ১৯৫১-তে তৈরি করেন পাভলভ ইনস্টিটিউট। দুঃস্থ লোকদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন, সামাজিক সমস্যা নিয়ে করেছেন অসংখ্য সেমিনার।

২০১২ যশ চোপড়া (১৯৩২-২০১২) এদিন প্রয়াত হন। হিন্দি ছবির পরিচালক ও প্রযোজক। বলিউডের বহু অভিনেতা তাঁর হাত ধরেই তারকা হয়েছেন। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ। 'চাঁদনি', 'লমহে', 'দিল তো পাগল হ্যায়', 'বীর জারা'-র মতো অজস্র ছবির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যশ চোপড়ার নাম।

কর্মসূচি

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের তিলেশ্বরী পূর্বজলচক গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায়, শ্রীশ্রীশ্যামা পূজার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। সঙ্গে ছিলেন খড়্গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, ডেবরা এসডিপিও দেবাশিস রায়, পিংলা থানার ওসি চিন্ময় প্রামাণিক, জেলা পরিষদ সদস্য তনয়া দাস-সহ অন্যেরা। পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানান আপনারা পুজো দেখুন, আনন্দ করুন, আমরা আপনাদের পাশে আছি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩২

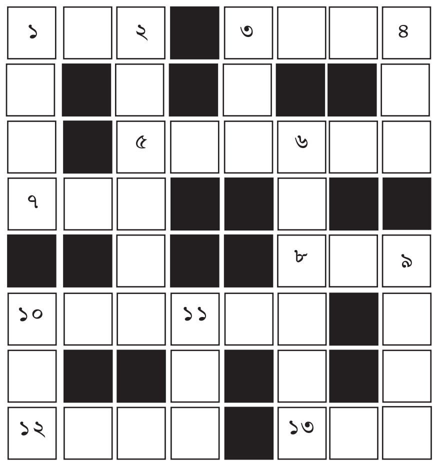

পাশাপাশি : ১. বিস্বাদ ৩. লোক-সমাগম ৫. কবরের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ ৭. পক্ষান্তরে, তার বদলে ৮. মধ্যবর্তী ১০. কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিক দেওয়া ১২. বাণসমূহ ১৩. ছয় সংখ্যা।

উপর-নিচ : ১. উপকরণ ২. খারাপ খবর ৩. সমুদ্র ৪. চোর, অপহারক ৬. দর্শনশাস্ত্রে আত্মার তৃতীয় আবরণ ৯. হাতির লড়াই ১০. রাজা ১১. অক্ষম, অসমর্থ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩১ : পাশাপাশি : ১. ছোটোঘর ৩. সুবাদ ৫. আপ্ত ৬. নিকট ৮. রিপু ১০. লাসিকা ১১. নসিব ১৩. মউ ১৫. হকার ১৮. বিনি ১৯. চরকি ২০. শ্যামবট।
উপর-নিচ : ১. ছোলদারি ২. ঘরনি ৩. সুপ্ত ৪. দর্প ৫. আটলা ৭. অকাম ৯. পুনশ্চ ১২. বহন ১৪. উৎকট ১৬. রকম ১৭. শৌচ ১৮. বিকি।

২০ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৬৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৬৫৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

দিওয়ালি উপলক্ষে আজ ২১ অক্টোবর ২০০৫ কলকাতা বুলিয়ান মার্কেট বন্ধ থাকবে।

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৩২	৮৭.৪১
ইউরো	১০৪.২৬	১০১.৭০
পাউন্ড	১২০.২১	১১৭.০৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

■ সোনাক্ষী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

21 October, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বাড়িতে শ্যামামায়ের আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

21 October, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুর্যোগেও বঞ্চনা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নির্লজ্জ রাজনীতি প্রকাশ্যে। বাংলা বারবার বলেছে, কেন্দ্র বঞ্চনার রাজনীতি শুধু করছে না, বাংলার মানুষকে ভাতে মারার চক্রান্ত শুরু করেছে বহুদিন ধরে। তার আরও একটি প্রমাণ মিলল সাম্প্রতিক ঘটনায়। মহারাষ্ট্র না চাইতেই বন্যার জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য পেয়েছে। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সে-খবর ফলাও করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। কতখানি নির্লজ্জ হলে কেন্দ্রীয় সরকার মহারাষ্ট্রকে বন্যায় অর্থসাহায্য করে, আর বাংলা কেন্দ্রের অপরিণত সিদ্ধান্তের কারণে ভেসে গেলেও একটি টাকাও দেওয়া হয় না। বৈষম্য, বঞ্চনা। প্রশ্ন, এত জ্বালা কীসের? রাজ্যের অর্থ নিয়েই কেন্দ্রের চলছে। সেই অর্থ দেওয়ার সময় রাজনীতি এবং প্রতিহিংসার ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনা তো প্রথম নয়— আমফান, আয়লা, ফনির মতো ঘূর্ণিঝড়ের পর পুনর্গঠনের কাজ বাংলার সরকার নিজেরাই করেছে। বিজেপি টাকা আটকে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করেছে। আসলে মানুষ বুঝতে পারছেন, বাংলার উপর বিজেপির এই প্রতিহিংসা কেন? বারবার চেষ্টা করে বিগত ৫-৬টি ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিথ্যাচার এবং সিনেমার ডায়ালগ বলেও দলকে জেতাতে পারেননি। ছাব্বিশেও দেখবেন মানুষ একই শিক্ষা দেবেন!

e-mail থেকে চিঠি

বিজেপির রাজনীতির ক্ষুদ্রতা

বিজেপির মূল লক্ষ্য, যেনতেনপ্রকারেণ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। তাই ফের উঠেছে গোর্খাল্যান্ডের জিগির! মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্র। তার ভিতরে প্রকট হয়ে পড়েছে বঙ্গভঙ্গের উসকানি। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বিজেপির হাতিয়ার এই বিচ্ছিন্নতার নীতি। আচমকা পাহাড়-ডুয়ার্সের মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল মোদি সরকার। সেটাও একতরফাভাবে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা ছাড়াই। বর্ষা শেষের বিপর্যয় থেকে সবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এলাকা। সেই আবহে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে ফের গোর্খাল্যান্ডের জিগির তোলার কৌশল বলেই মনে করা হচ্ছে। এতে বেজায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদে শনিবার তিনি চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই। এই মতলব অবিলম্বে থামাবারও দাবি জানিয়েছেন বাংলার নেত্রী। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহারে পাহাড়ের 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের' কথা বলেছিল বিজেপি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার আন্দোলনে কার্যত 'ব্যাকফায়ার' করে সেই প্ল্যান। পরবর্তীকালে ফের বঙ্গভঙ্গের জিগির তোলেন মোদি-অমিত শাহের দলের নেতারা। কিন্তু তা ব্যুমেরাং হতেই গত নির্বাচনের ইস্তাহারে পদ্মপার্টি স্পিকটি নট হয়ে ছিল। তবে তলায় তলায় যে বাংলা ভাগের চক্রান্ত চলছিলই, তা ফের প্রমাণিত হল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সর্বশেষ নির্দেশিকায়। দার্জিলিংয়ের বিজেপি এপি রাজু বিস্তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টেও রয়েছে তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে খুশি জিএনএলএফ-ও। সোজা কথায়, দার্জিলিং পাহাড়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ফের সংকীর্ণ রাজনীতির কানাগলিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সত্য পাহাড়ের অভিজ্ঞ নাগরিকদের এখনই উপলব্ধি করা দরকার। না-হলে সেখানকার উন্নয়ন এবং শান্তিসুস্থিতির যতটুকু অগ্রগতি ঘটেছে সেটুকুও অচিরে জলাঞ্জলি যাবে। তার মূল্য চোকাতে হবে। ক্ষুদ্রভাবে সৃষ্ট কোনও জিনিস সুন্দর হতে পারে। কারণ সেই ক্ষুদ্রত্বে সম্পূর্ণতাও বিদ্যমান। কিন্তু যখন কোনও আস্ত জিনিসকে খণ্ড খণ্ড এবং ক্ষুদ্র করে ফেলা হয় তখন সেই খণ্ডিত অংশগুলির মধ্যে সম্পূর্ণতার অভাব প্রকট হয় স্বতই। ফলত, খণ্ডিত ক্ষুদ্রাংশগুলি স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে সূচনাতেই। এই লক্ষণ বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ মাত্র। ক্ষুদ্রত্বের সাধনায় যে কোনও সমাধান নেই, তার প্রমাণ এই উপমহাদেশ উপলব্ধি করে সর্বক্ষণ। ধর্মের জিগির তুলে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে কী পেয়েছিল বিচ্ছিন্ন দুটি ভূমিভাগ? জিন্নার স্বপ্নরাষ্ট্র অচিরে আরও বিচ্ছিন্নতাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির সুখ পাকিস্তানবাসীর জন্য সিকি শতকও স্থায়ী হয়নি।

— মধুমিতা শীল, নাকতলা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বারাসতের কালীপুজো
ইতিহাস আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

কালীপুজো মানেই বারাসতের ঠাকুর দেখা! বস্তুত, দুর্গাপুজোয় শহরতলি ও গ্রামের মানুষের ভিড় কলকাতামুখী হলেও, কালীপুজোয় কিন্তু ছবিটা একটু বদলে যায়। বারাসত কালীপুজোর জন্য বিখ্যাত। একের পর এক ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলি বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করে। সেই বারাসতের কালীপুজোর ইতিহাস ও পরম্পরার বিষয়ে লিখছেন অধ্যাপক **ড. রূপক কর্মকার**

বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এক অন্যতম প্রসিদ্ধ ও সদর জনপদ। মুঘল আমল থেকে শুরু করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত নানান যুগের কাহিনি সুচারুভাবে বর্ণনা করে চলেছে এই ঐতিহ্যবাহী বারাসত শহর। পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্ত হরেকরকমের স্মৃতি, সৌধ বা সংস্কৃতি ও শিল্পের ধারক ও বাহক। যেমন বলা যেতে পারে কলকাতার ঐতিহাসিক দুর্গাপুজো, চন্দননগরের ঐতিহ্য জগদ্ধাত্রী পুজো, সেই অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে বারাসত-এর গর্ব কালীপুজো। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নীল বিদ্রোহের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী বারাসত যে নানান ঐতিহ্য বহনেও সমান সক্ষম তা বারাসতের কালীপুজোয় ঢুঁ মারলেই বোঝা যাবে। বারাসতে কালীপুজো শুরু নিয়ে নানান জনশ্রুতি আছে এছাড়াও কিছু সংবাদমাধ্যমের তথ্য থেকে প্রাপ্ত দুটো কাহিনি বেশ সর্বজনবিদিত এবং রোমাঞ্চকর।

প্রথমত মনে করা হয় বারাসতের কালীপুজোর ইতিহাস জড়িয়ে আছে মুঘল আমলের সাথে। মুঘল ইতিহাসের অন্যতম নিদর্শন 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৬০০ সালে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি শংকর চক্রবর্তী থাকতেন এই বারাসতে। আকবর যখন ভারতবর্ষ জয় করার উদ্দেশ্যে সেনাদের নানান স্থানে আক্রমণের জন্য পাঠিয়েছিলেন, সেই সময় আকবরের সেনারা রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছে এসে আটকে গিয়েছিলেন। একবার নয় কয়েকবার আকবরের সেনারা প্রতাপাদিত্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, তার কারণ অবশ্য মনে করা হয় কালীমায়ের আশীর্বাদ। কথিত আছে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন।

তবে শেষ পর্যন্ত আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এই কারণ জেনে ফেলায় কালী মূর্তিটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান, যার ফলস্বরূপ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হন। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি শংকর চক্রবর্তীকেও মুঘল বাহিনী বন্দি করে, পরে অবশ্য তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়। যেই কালীমূর্তিটি মানসিংহ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কথিত আছে সেটি আম্বারের রাজপ্রাসাদে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু এই মূর্তি সরানোর আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরের পুজারি রামানন্দ গিরি গোস্বামীর ওপর। যার শাস্তিস্বরূপ রামানন্দ গিরি নির্বাসনেও গিয়েছিলেন। তবে করুণাময়ীর ইচ্ছে অন্য কিছুই ছিল। পরবর্তী সময়ে রামানন্দ পুজারি ভবতারিণী মা-য়ের সন্ধানে সূক্ষ্মাবতী নদীর তীরে বারাসতের আমডাঙায় (বর্তমানে ব্যারাকপুর লোকসভার অন্তর্গত) এসে উপস্থিত হন। অন্যদিকে আকবরের সেনাপতি মানসিংহও শান্তিতে ছিলেন না এই কালীবিগ্রহ সরানোর ঘটনায়। পরবর্তী সময়ে ১৫৬১ সালে এই আমডাঙায় মানসিংহ দ্বারা রামানন্দ গোস্বামী কর্তৃক সেই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা আজ সকলের কাছে করুণাময়ী মা কালী রূপে প্রসিদ্ধ।

অনেকে মনে করেন সেই সময় থেকেই বারাসতে কালীপুজোর প্রচলন বলে ধরে নেওয়া হয়। এমনকী ১৭৫৬ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এই কালীবিগ্রহের দর্শন পেয়েছিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেকটা জমি দানও

করেছিলেন। এছাড়াও শংকর চক্রবর্তী মুঘলদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে বারাসতের দক্ষিণ পাড়াতে নিজস্ব গৃহে কার্তিক মাসের দীপান্বিতা তিথির অমাবস্যাতে কালীপুজোর সূচনা করেন। দ্বিতীয় জনশ্রুতি আছে রঘু ডাকাতকে কেন্দ্র করে।

বারাসতের ডাকাত কালীবাড়ি বলে পরিচিত বারাসত পৌরসভার ২২ নং ওয়ার্ডে এক ভগ্নপ্রায় মন্দির যা মনে করা হয় প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। তৎকালীন সময়ে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে দুই ভাই রঘু ডাকাত ও বিধু ডাকাতের বাস ছিল। তাঁরা দুই ভাই মায়ের মন্দিরে আরাধনা করে ডাকাতি করতে যেতেন এবং নিয়ম মেনে সেখানে নরবলিও দেওয়া হত। তবে একসময় ডাকাতি করতে গিয়ে তাঁরা ধরা পড়ে যান, সেই আক্রোশ গিয়ে পড়ে কালীমায়ের বিগ্রহটির ওপর, যার ফলস্বরূপ বিগ্রহটি ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। পরে সেই ভাঙা মূর্তিটিতেই পুজো হত। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সেই ভাঙা মূর্তিটিও চুরি হয়ে যায়। এখন না আছে ডাকাত, না আছে তার সাম্রাজ্য, কিন্তু কাহিনিগুলো আজও বিদ্যমান লোকমুখে।

এইসব নানান ঘটনাবলিকে সাক্ষী করে বারাসত-কে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তবে বর্তমান সময়ে চিরাচরিত ধারার বাইরে গিয়ে থিমের জাঁকজমকে বারাসতের কালীপুজো আজ সর্বজনবিদিত। নানান স্থান থেকেই দর্শকেরা ছুটে আসেন মণ্ডপের শিল্প ও কারুকার্যের নিদর্শন দেখতে। একের পর এক পুজো যেমন রেজিমেন্ট, কেএনসি, নবপল্লী ব্যায়াম সমিতি, নবপল্লী সর্বজনীন, তরুছায়া, সন্ধানী, জাগৃতি সংঘ এছাড়াও ছোট-বড় অনেক পুজোই সমৃদ্ধির সাথে এগিয়ে চলেছে বারাসতে। কালীপুজো শুধু আলোর উৎসবই নয়, এর সাথে জয়ের কাহিনিও মিশে আছে। পুরাণ অনুসারে রামচন্দ্র, সীতা এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে চোদ্দো বছরের বনবাস কাটিয়ে রাবণকে পরাজিত করে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন এই তিথিতেই, সুতরাং অন্ধকারের দিশা কাটিয়ে জয়কে সুনিশ্চিত করার রসদও ভরপুর রয়েছে এই উৎসবের আড়ালে। ষোলো শতকে মুঘল আমলের আগেও কালীমায়ের নানান কাহিনি ভক্তকুলকে বিহ্বল করে শুধু না, বরং ভক্তিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। আঠারো শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এই পুজো ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। উনিশ শতকে বাঙালিদের মধ্যে কালীভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের খ্যাতি বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে পড়েছিল যার রেশ ধরে ধনী জমিদারেরা এই উৎসবের ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। যার ফলে আরও বৃহৎ এবং বিস্তৃত উদযাপন হয় এই উৎসবের। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠের মতো শক্তিপীঠ ও ভক্তিপীঠের সাথে ঐতিহ্যের স্থানে বারাসতের কালীপুজো যে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে সে-বিষয়ে কান পাতলেই শোনা যায়। তবে এর জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কৃতিত্ব কোনও অংশেই কম নয়, সরকারের উদ্যোগে বারাসতের শ্যামাপুজো একটু একটু করে স্মৃতির মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছে সকলের। এই স্মৃতির হাত ধরেই ইউনেস্কোর হেরিটেজে কলকাতার দুর্গাপুজোর মতো বারাসতের কালীপুজো যদি ঐতিহ্যবাহী পুজো রূপে চিহ্নিত হয় তবে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

দীপাবলি। আলোর রোশনাই শহর জুড়ে

■ মায়ের দর্শনে শান্তি, প্রণামে ইচ্ছে পূরণ! লেক কালীবাড়ি-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মহামায়ার চরণে প্রণাম অর্পণ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বজনের কল্যাণ তথা বাংলার অগ্রগতির জন্য প্রার্থনাও করলেন তিনি।

গড়িয়া মহাশ্মশানের শতাব্দীপ্রাচীন পুজোয় অসমের কামাখ্যা মন্দির

প্রতিবেদন : প্রায় ১৮০০ বছরের প্রাচীন গড়িয়া মহাশ্মশান। একসময় এই শ্মশানের গা-ঘেঁষেই ছিল আদিগঙ্গা, বর্তমানে যা পরিচিত টালিনালা নামে। মঙ্গলকাব্যে কথিত আছে, এই আদিগঙ্গা ধরেই চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরীগুলো সমুদ্রে পৌঁছত। আর মনসামঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগরের ছেলে শ্রীমন্ত সওদাগর সেই আদিগঙ্গার ধারেই গড়িয়া আদি মহাশ্মশান ও জোড়া শিব ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দিরের সূত্র ধরেই ১২১ বছর আগে এই মহাশ্মশানে কালীপুজো শুরু হয়। সোমবার বিকেলে স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ দাসের উদ্যোগে সেই পুজোর উদ্বোধন করলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন টালিগঞ্জ ও যাদবপুরের অন্য পুর-প্রতিনিধিরাও। এবছর মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পরিকল্পনায় মণ্ডপে অসমের কামাখ্যা মন্দিরের আদল ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী নারায়ন নন্দী। শ্মশান চত্বরের মণ্ডপেই উঠে এসেছে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা কামাখ্যা মন্দিরের স্থাপত্যগুলো। গড়িয়া মহাশ্মশানের সেই পুজো দেখতে সোমবার দীপাবলির রাতে মানুষের ঢল নেমেছে। রবিবার উত্তরাখণ্ডের অঘোরী সাধুদের নৃত্য পরিবেশিত হয়েছে। মঙ্গলবার রয়েছে গৌতম দাসের বাউল সঙ্গীতানুষ্ঠান। বুধবারও রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার মহাভোগ বিতরণ।

■ গড়িয়া আদি মহাশ্মশানের কালীপুজোর সূচনায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মূল উদ্যোক্তা স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ দাস। উপস্থিত ছিলেন টালিগঞ্জ ও যাদবপুরের অন্যান্য কাউন্সিলর।

বাম জমানায় গড়িয়ার এই ঐতিহ্যবাহী মহাশ্মাশানের পাশ দিয়ে যেতেই গা-ছমছম করত! সমাজবিরোধী ও নেশাখোরদের মোচ্ছবের জায়গা ছিল এই শতাব্দীপ্রাচীন পবিত্রস্থল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বালাই ছিল না। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকেই স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পরিকল্পনায় বদলে গিয়েছে শ্মশানের চেহারা। কাউন্সিলর সন্দীপ দাসের কথায়, কালের নিয়মে শ্রীমন্ত সওদাগরের তৈরি জোড়ামন্দির ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। গ্রেড-ওয়ান এই হেরিটেজকে নিয়ম মেনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন মন্ত্রী। শ্মশানে আগে একজোড়া চুল্লি ছিল। এখন দু'জোড়া। শবযাত্রীদের সুবিধার জন্য অত্যাধুনিক শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রতীক্ষালয়, মডেল শৌচালয়, কার পার্কিং লট হয়েছে। আদিগঙ্গা দূরে সরে যাওয়ায় শ্মশান লাগোয়া জলাশয়েই অস্থি বিসর্জন হত। কিন্তু বদ্ধ বলে তাতে দূষণ বাড়ছিল। তাই জলাশয়টি বাঁধিয়ে ফোয়ারা লাগিয়ে ভোল বদলানো হয়েছে। এই শ্মশানে এখন বাচ্চারাও আসতে ভয় পাবে না।

অভিষেক আসছেন বড়মা দর্শনে, বাড়ল নিরাপত্তা

সংবাদদাতা, নৈহাটি : নৈহাটির ঐতিহ্য বড়মা। এবছর ১০২তম বর্ষে পা দিল এই পুজো। আজ বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ বড়মায়ের পুজো দিতে আসছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। মাটির প্রতিমার পাশাপাশি তিনি মন্দিরে নবপ্রতিষ্ঠিত কষ্টি পাথরের মূর্তিতেও পুজো দেবেন বলে জানানো হয়েছে মন্দির সূত্রে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার আগে প্রশাসনিক তৎপরতা এখন তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা নিজে নৈহাটির অরবিন্দ রোড এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এমনিতেই পুজোতে এত লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় এবং তার উপর সাংসদের আসার খবরে আরও যে ভিড় বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। সেই কারণে ভিড় সামাল দিতে মন্দির কমিটির অফিসে পুলিশ কমিশনার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেরেছেন। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, নজরদারির জন্য পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা এবং ড্রোনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও পুজোর দিনে ২০০ ভরি রুপো ও ১০০ ভরি সোনার গয়নায় সেজে উঠেছেন বড়মা। পূজার জন্য অবশিষ্ট ফল এবং পোশাক এতিমখানা এবং বৃদ্ধাশ্রমে বিতরণ করা হয়। বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক জানান, আজ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে আসার কথা। তিনি পুজো দিয়ে আবার সড়ক পথেই ফিরে যাবেন। তাঁর কোনও দলীয় কর্মসূচি নেই। মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু উপহার তুলে দেওয়া হবে, পাশাপাশি তাঁর হাতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যও কিছু উপহার দেওয়া হবে।

মণ্ডপ জুড়ে জন্মশতবর্ষে মহানায়ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : উত্তমকুমার আদি ও অনন্ত। তিনি ফিরে ফিরে আসেন বারেবার। তাই এবার হাওড়ার কালীপুজোয় ফিরে এলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। মধ্য হাওড়ার চারাবাগান নেতাজি সংঘের ৫৬ তম বর্ষের ভদ্রকালী পুজোর এবারের ভাবনা 'জন্ম শতবর্ষে মহানায়ক'। আর এই ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতেই সমগ্র মণ্ডপ চত্বর জুড়ে উত্তমকুমারের নিজের কণ্ঠের গান, সংলাপ অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার অভিনীত সিনেমার বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিও মণ্ডপ তুলে ধরা হয়েছে। এই পুজোর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার শিশির ঘোষ, মোহনবাগান ক্লাবের হকি সচিব শ্যামল মিত্র, চারাবাগান নেতাজি সংঘের সম্পাদক পিণ্টু মণ্ডল-সহ আরও অনেকে।

■ বসিরহাট ব্লক ২ তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি এটিএম আবদুল্লা-সহ অন্যেরা।

রাজ্য
21 October, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বালির বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন কালী প্রতিমা

■ বিধানসভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

■ বাজি পোড়ানোর আনন্দে কচিকাঁচারা। সোমবার উত্তর কলকাতার গড়পার মাতৃমন্দিরে কালীপুজো প্যান্ডেলে।

শব্দ নয় নীরবতা চাই, শিল্পীর তুলির টানে নিঃশব্দ প্রতিবাদ

প্রতিবেদন : শব্দ নয় নিঃশব্দ চাই। শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে সেই দাবি, যা আজকের দিনে বড়ই প্রাসঙ্গিক।

কালীপুজো এলেই শব্দ দানবের তাণ্ডব দেখা যায় চারিদিকে। বেআইনি শব্দবাজির বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণির মানুষ লিপ্ত থাকে এই কাজে। শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখির জীবনও নাজেহাল হয়ে ওঠে। তারা অবলা তাই মুখ বুজে সহ্য করে। এই পরিস্থিতিতে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোডে শিল্পী সোহেল-সহ কয়েকজন এই শব্দ দানবের বিরুদ্ধে রং-তুলি হাতে নিঃশব্দ প্রতিবাদে শামিল হলেন।

ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুললেন শব্দ-দানবের জ্বালায় পশু-পাখির জীবন সংকটের কথা। তারা কতটা শঙ্কায় থাকে এই দিনগুলোতে, নিজেদের বাঁচাতে কীভাবে আড়াল খোঁজে, তা ফুটিয়ে তোলেন ক্যানভাসে।

চন্দননগর স্ট্যান্ড রোড সবসময়ই শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রিত। আর তাই সারা বছর পরিযায়ী পাখিরা আসে। তারা গঙ্গার পাড়ের স্নিগ্ধতা অনুভব করে। গঙ্গার পাড় বরাবর গাছগুলোতে অসংখ্য পাখিদের আস্তানা।

কিন্তু কালীপুজো, ছটপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনগুলোতে শব্দ কোলাহলে ভরে ওঠে এলাকা। তাই চন্দননগরেরই কয়েকজন শিল্পী মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে আসেন ক্যানভাসের সাহায্যে।

আশ্রয় হোম অ্যান্ড হসপিটাল ফর অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীরামপুর শাখার সম্পাদক গৌতম সরকার বলেন, খুবই ভাল উদ্যোগ। কারণ প্রত্যেক বছর এই উৎসবের সময় শব্দবাজি তাণ্ডব দেখা যায়। আসলে মানুষ মনে করে এই পৃথিবীটা শুধু তাদেরই। কিন্তু পশুপাখি না থাকলে মানুষের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। তাই যতটা এই পৃথিবী মানুষের, ততটাই অন্যান্য জীবজন্তু, পশু-পাখির।

শব্দদানবের অত্যাচারে অনেক পশু-পাখি মারা যায়। বয়স্ক অসুস্থ মানুষদেরও অনেক অসুবিধা হয়। সেটা কখনই সমীচীন নয়। তাই সচেতন হতে হবে। নিজেদের আনন্দের জন্য অন্যের নিরানন্দের কারণ যেন না হই আমরা।

তিন ঘণ্টার মধ্যে জালে ৪ অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : চাঁদার জুলুমের অভিযোগে কঠোর পদক্ষেপ করল মানিকতলা থানা। অভিযোগ পাওয়ায় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। চাঁদা না দেওয়ায় আক্রান্ত হন মানিকতলা থানা এলাকার মুরারিপুকুরের শিল্পী পরিতোষ চক্রবর্তী। তাঁকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মানিকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শিল্পীর ছেলে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে অভিযুক্তদের ক্লাবে তালা দিয়ে দেয় পুলিশ। তারপরই সারা কলকাতা জুড়ে তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় চার অভিযুক্ত সন্তু সমাদ্দার, বিশু দাস, বিশ্বনাথ দাস, রাজা সরকারকে। রবিবার শেষ রাতে প্রতিমার সাজসজ্জার কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন মৃৎশিল্পী পরিতোষ। সেই সময় স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন যুবক তাঁর পথ আটকে চাঁদার দাবি করেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের দাবি ছিল, আগের বার চাঁদা দেননি পরিতোষ, সেই টাকাও এবারের সঙ্গে দিতে হবে। অস্বীকার করায় তাঁকে প্রায় ৫০০ মিটার টেনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় পরিতোষকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা।

নাতনিকে অস্ত্রের কোপ

প্রতিবেদন : অন্যান্য দিনের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে রবিবার সন্ধ্যায়। প্রতিবেশীরা আচমকা চিৎকারের শব্দ শুনতে পান পাশের বাড়ি থেকে। সেখানে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বছর চারেকের নাবালিকা প্রত্যুষা কর্মকার। তৎক্ষণাৎ তাকে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বছর চারেকের প্রত্যুশাকে বাবা-মায়ের কাছে রেখে কাজে যেতেন বৈদ্যুতিন বিপণির কর্মী মা। বাবাও বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী। ফলে ওই নাবালিকার সারাদিন কাটত দাদু-দিদা ও পরিচারিকার সঙ্গে। রবিবার দাদু-দিদার বাড়ি থেকেই প্রত্যুষাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ছুটে গিয়ে দেখেন, প্রত্যুষা মেঝেতে পড়ে আছে, চারপাশে চাপচাপ রক্ত।

৫০ পূর্তির প্রস্তুতি শুরু

(প্রথম পাতার পর)

আসেন সিপি-ডিজি। এসেছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অরূপ বিশ্বাস, সপরিবার ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ মজুমদার, সপরিবার দেবাশিস কুমার, জুন মালিয়া, রত্না চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেন, সপরিবার কৃষ্ণা চক্রবর্তী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ গুপ্ত। এবারও নিজের হাতেই সবটা আয়োজন করেছেন মায়ের পুজোর। সঙ্গ দিয়েছেন বাড়ির বউয়েরা। আলপনা আঁকা থেকে মায়ের ভোগ রান্না— নিজের হাতে করেছেন। সঙ্গে পুজোর নানা খুঁটিনাটির সর্বক্ষণ খেয়াল রেখেছেন। রবিবারই নিজের বাড়ির প্রতিমার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। সোমবারও দিনভর বাড়ির পুজোর নানা মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হয়। নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়ির পুজোর প্রস্তুতির ঝলক ভাগ করে নিয়েছিলেন সকলের সঙ্গে।

তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুনের চেষ্টা

প্রতিবেদন : সাতসকালে বিধাননগরে গুলি করে খুনের চেষ্টা! কালীপুজোর সকালে দত্তাবাদ এলাকায় ওয়ার্ড অফিসের তালা খোলার সময়ই বিধাননগর পুরসভার ৩৮ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তথা বিধাননগর আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি নির্মল দত্তকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। পিছনদিক থেকে এক দুষ্কৃতীর ছোঁড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তারপর সেই দুষ্কৃতীর হাত ধরে ফেলতেই দুজনের মধ্যে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। শেষে বন্দুকের বাঁট দিয়ে নির্মলবাবুর মাথায় মেরে পালায় অভিযুক্ত দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় দ্রুত তদন্তে নেমেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানা। যদিও হামলাকারীর পরিচয় এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযুক্তর খোঁজে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

■ বাড়িতে মা কালীর আরাধনায় মন্ত্রী সুজিত বসু। সোমবার শ্রীভূমিতে।

■ কানের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দিয়া সরদার নামে এক কিশোরী। কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের উদ্যোগে কালীপুজোর খরচ বাঁচিয়ে ৯৩ নং ওয়ার্ডের দিয়া সরদারকে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দিল নিউ অভিযান সংঘ। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা ও পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, গায়ক ও পরিচালক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা।

■ বরানগর পুরসভার সিআইসি মেম্বার রামকৃষ্ণ পালের উদ্যোগে জাগোবাংলা স্টল কালীতলা মাঠে। উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মিবৃন্দ।

■ দাসনগর জুনিয়র সংঘের কালী প্রতিমা।

■ বামনগাছি কিশোর দলের কালী প্রতিমা।

■ ডায়মন্ড হারবার মাধবপুর সূর্য তরুণ ক্লাবের পুজো মণ্ডপ

উত্তর থেকে দক্ষিণ— দীপান্বিতার আরাধনা

■ কালীপুজোয় হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় কচিকাঁচাদের সঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক তথা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সোমবার।

■ হাবড়ায় শ্যামাপুজোর উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ অন্যেরা।

■ দীপান্বিতা অমাবস্যায় মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে গোলা-ভরা ধান দিয়ে। মেয়র সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠার প্রার্থনা করেন।

■ নেতাজি কলোনি ময়দানে ছাত্রবৃন্দ সঙ্ঘের পরিচালনায় শ্যামাপুজোর উদ্বোধন করলেন বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আছেন বরানগর পুরসভার উপপ্রধান দিলীপনারায়ণ বসু ও অন্যেরা।

■ আমহার্স্ট স্ট্রিট রয়েল ক্লাবের ৯৪তম বর্ষের শ্যামাপুজোয় অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এবং জি-বাংলা-খ্যাত গায়িকা ঐশী সাহা, মৌবনি সরকার, কাউন্সিলর সুপর্ণা দত্ত, পুজো কমিটির সদস্য কল্যাণ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

■ উত্তর কলকাতার নীলমণি মিত্র স্ট্রিটের এক প্রাচীন কালীমন্দিরে শ্যামামায়ের আরাধনা।

■ কোচবিহার শহরের স্টেশন চৌপথির শ্যামাপুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা।

■ দক্ষিণেশ্বর। ভক্তদের ভিড়। সোমবার।

■ হাওড়ার কোনা গোলাপ সংঘের কালীপুজোয় এলাকাবাসীদের সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী ও জেলা পরিষদের মেন্টর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ মন্ত্রী বেচারাম মান্নার বাড়ির কালীপুজোয় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

■ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি মিথুনকুমার দে'র অফিসের পুজো মণ্ডপ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 October, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গতদের পাশে মালদহ তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনী

সংবাদদাতা, মালদহ : শারদ উৎসব চলছে। সবাই আনন্দমুখর। তার মধ্যেও অনেকে বিপন্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের কথা ভেবেই উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াল তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর মালদহ জেলা নেতৃত্ব। বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী ও ওষুধপত্র নিয়ে তাঁরা গেলেন ডুয়ার্সের জলদাপাড়া ও আশপাশের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে। এই ত্রাণ অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন মালদহ জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি কৃষ্ণ দাস ও সহ-সভাপতি রিপন রায়। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের একাধিক সক্রিয় সদস্য। গাড়িবোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয় চাল, ডাল, আলু, চিঁড়ে, বিস্কুট, চকোলেট ও পানীয় জল। দুর্গত পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এসব। শুধু ত্রাণ নয়, বন্যার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়া মানুষদের জন্য আয়োজন করা হয় বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের। চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকেরা দুর্গতদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করেন। মানবিকতার এই উদ্যোগে স্থানীয় মানুষজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তাঁদের কথায়, এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বাঁচার আশা দেখাল তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনী। জয় হিন্দ বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই সহায়তা এখানেই থেমে থাকবে না, আগামী দিনেও তাঁরা দুর্গত মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন।

বিধায়কের উদ্যোগে বিপর্যস্ত এলাকায় খুদেদের আতশবাজি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যাদুর্গত এলাকার কচিকাঁচাদের মুখে হাসি ফোটাতে দীপাবলির উপহার হিসেবে সবুজ আতশবাজি বিলি করলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। দু সপ্তাহ আগে আচমকা ভুটান থেকে নেমে-আসা নদীগুলোতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে বিপর্যয় নেমে এসেছিল আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। সেই আচমকা নেমে আসা বিপর্যয়ে জেলার সবথেকে যে জায়গাটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটি এক নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন শালকুমার। শালকুমার এক ও দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল সিসামারা নদীর জলে। বহু মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে যায়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়। বিপর্যয়ের দু সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। তবে এখানকার শিশুদের মনে ছিল না কোনও উচ্ছ্বাস, আনন্দ। তাদের প্রত্যেকের পরিবারেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার লড়াই করছে। তাই উৎসবে যোগ দেওয়ার মতো আর্থিক ও মানসিক অবস্থা নেই। তাদের কথা চিন্তা করেই আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের বাজিমেলা থেকে তাদের জন্য একগাদা সবুজ আতশবাজি কিনে, সোমবার বিলি করেন সুমন। দীপাবলির দিন হাতে বাজি, তারাবাতি পেয়ে বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের মুখের ফুটে ওঠে হাসি।

সোনারবরণ গাঁদাফুলের জৌলুসে উজ্জ্বল পাহাড়

কায়েস আনসারি • দার্জিলিং

নেপালি সম্প্রদায়ে গাঁদাফুলের গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে থেকে কালীপুজো সবেতেই লাগে এই ফুল। তাই এই ফুলকে পাহাড়ে উৎসবের ফুলও বলা হয়। সমতল থেকে বিক্রেতারা ফুল নিয়ে পাহাড়ে বিক্রি করতে আসেন। এই বছর এক-একটা ফুলের মালার দাম ৫০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। বেশিরভাগ দোকানই মেরি গোল্ড ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে, যা দেখে পর্যটকেরা খুশি।

নেপালি সম্প্রদায়ে দীপাবলি এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় এই ফুলের খুব গুরুত্ব রয়েছে। সোমবার বাজারে গিয়ে দেখা গেল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ ফুল কিনছেন। এমনকী গরিব পরিবারও তাদের সামর্থ্য মতো ফুল কিনে বাড়িতে নিয়ে যায়। পাহাড়ের লোকেরা তাদের ঘর সাজায়, এই গাঁদা ফুল দিয়ে। দোকানগুলি তাদের প্রধান দরজা এবং জানালায় ফুল দিয়ে লক্ষ্মীকে স্বাগত জানায়। গ্রামীণ এলাকার মানুষ এসব স্থানীয় ফুল নিয়ে শহরে ঢোকে বিক্রি করতে। শিলিগুড়ি থেকেও আসে। গত বছরের থেকে এবারে পাহাড়ে ফুলের ফলন ভাল হয়েছে বলে লোকজন পুজোর জন্য কিনছেন।

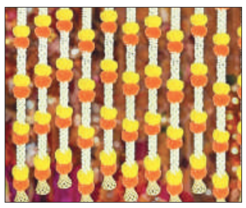

গোটা পাহাড় এখন সোনার বরণ হলুদ গাঁদা ফুলের জৌলুসে উজ্জ্বল। পর্যটকেরা যাঁরা পাহাড়ে আছেন তাঁরাও ফুলের এই শোভা উপভোগ করছেন।

সেবকেশ্বরী মন্দিরে পুজোর আগেই কালীভক্তের ভিড়

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কালীপুজোর আগে থেকেই সেবকেশ্বরী কালীমন্দিরে ভক্তদের ঢল দেখা গেছে। সোমবার ভোর থেকেই মন্দিরচত্বরে ভক্তরা মাকালীর আরাধনায় অংশ নেন। পুজো, মন্ত্রপাঠ এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ভক্তেরা মাকালীর প্রতি তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানান। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, উৎসবের মরশুমে মানুষের ভিড় স্বাভাবিক এবং সামাজিক দূরত্ব ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আরাধনা চলবে, যা মন্দিরকে প্রাণবন্ত রেখেছে।

শীতের আমেজে মহানন্দা ব্যারেজে পরিযায়ীর দল

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

শীতের শুরুতেই শহরের মহানন্দা নদীর ধারে আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে পরিযায়ী পাখিদের। শিলিগুড়ি শহরের গায়ে ফুলবাড়ি এলাকায় পড়ে মহানন্দা ব্যারেজ। এখানে প্রতি বছর নভেম্বর থেকে বিদেশি পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। এপ্রিল পর্যন্ত তারা থাকে। আবার চলে যায় অজানা গন্তব্যে। এবারেও উত্তরবঙ্গের অন্য জলাশয়ের মতো ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এসে হাজির হয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ব্যারেজে।

ব্যারেজের পাশে নদীর গায়েই জলাশয়, প্রায় দশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। সেখানেই চখাচখি, বালিহাঁস, সোলসি,

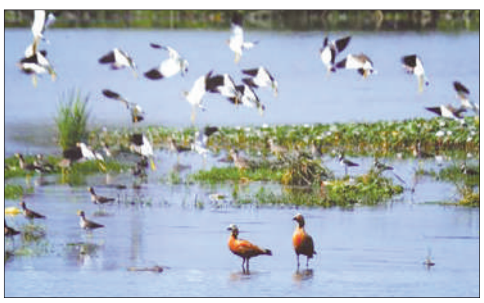

চেরচেরা, পানকৌড়ি, সারস, বক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৪০ প্রজাতির পাখি আসে। নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, মানস সরোবর এবং ইউরোপের নানান দেশ থেকে আসে নানা রঙের, নানা ধরনের এই পাখির দল।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিবছর শীতের সময় বিভিন্ন রকম বিদেশি পাখিদের দেখা যায় ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ এলাকায়। এবার শীতের শুরুতেই আসতে শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত আমরা বেশ কয়েক রকমের পাখি দেখতে পেরেছি। শুনেছি এরা মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, দক্ষিণ আফ্রিকা, সাইবেরিয়া সহ অন্যান্য দেশ থেকে আসে। বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। পাখিগুলোর যাতে কেউ ক্ষতি করতে না পারে সেদিকেও আমরা খেয়াল রাখি। প্রতিদিন নানান জায়গা থেকে পাখিপ্রেমী আসেন এই পাখি দেখার জন্য।

উদ্ধার ছ'টি বোমা

● মালদহের শাহবানচক ধুরিটোলা এলাকায় এক নির্মীয়মাণ দোকানঘরে মিলল ছ'টি বোমা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্লাস্টিকের বালতির মধ্যে সুতলি দিয়ে জড়ানো বলের মতো বস্তু দেখতে পান। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা খবর দেন বৈষ্ণবনগর থানায়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে এবং সিআইডির বম স্কোয়াডে খবর দেয়। তারা এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেন। কে বা কারা ওই দোকানঘরে বোমা মজুত করেছিল, তা এখনও রহস্য।

কোটি টাকার হেরোইন

● কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার। খেজুরিয়াঘাটের মাইতি মোড় এলাকা থেকে এক ভিনরাজ্যের মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। নাম কাঞ্চন দেবী (৩৮), বাড়ি বিহারের ভাগলপুরে। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১ কেজি ৩৪৩ গ্রাম হিরোইন, যার বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। মালদহের কালিয়াচক এলাকা থেকে মাদক সংগ্রহ করে বিহারে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল কাঞ্চন। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে পাকড়াও করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, মহিলার পেছনে সক্রিয় একটি বড় পাচারচক্র কাজ করছে।

অপহৃত যুবক উদ্ধার

● রতুয়া থানা এলাকার এক যুবকের অপহরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার রাতে মোবাইলে ফোন আসে দুর্গাপুর হয়ে নাককাটি ব্রিজের দিক দিয়ে এক ব্যক্তিকে গাড়িতে তুলে বিহারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নাককাটি ব্রিজে পুলিশ নাকা বসিয়ে সন্দেহভাজন একটি গাড়ি আটক করে। জানা যায়, স্থানীয় দেবীপুর গ্রামের হাসেন (৩৪) ও উত্তর বালুপুর বন্ধুতোলা গ্রামের বিষ্ণু মণ্ডল (২৫) দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং ব্যবসায়িক সঙ্গী। ঘটনার দিন হাসেন তাঁর নিজের স্কুটি নিয়ে বিষ্ণুকে পাঠিয়েছিলেন বিহারের কাটিহার জেলার আমদাবাদ থানার বাগলাগড় এলাকায়। সেখানে পৌঁছতেই বিষ্ণুকে আটকে ফেলে হাসেনের ব্যবসায়িক লেনদেনের টাকা দাবি করে স্থানীয় কয়েকজন। জানায়, হাসেনের কাছ থেকে পাওনা টাকা না পেলে বিষ্ণুকে ছাড়া হবে না। রতুয়া থানার পুলিশ টাওয়ার লোকেশন ধরে বিহারের রোশন থানার লাভা গ্রামে পৌঁছে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় বিষ্ণুকে উদ্ধার করে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাজোল থানার দুটি মামলার তদন্তে বড় সাফল্য মালদহ পুলিশের। কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকা থেকে ৫ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতেরা আক্কাস আলি, প্রেমকুমার মণ্ডল, পি কে মণ্ডল, কালাচাঁদ মণ্ডল এবং রেণু শেখ

■ বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে কালীপুজোয় উপস্থিত অনুব্রত মণ্ডল। কালীমাকে সাজানো হয়েছে রাজবেশে।

■ সতীপীঠ নলাটেশ্বরী মন্দিরে মায়ের পুজো দিলেন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

■ দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই অঞ্চলের নবারুণ সংঘের কালীপুজোর উদ্বোধন করেন বিকাশ রায়চৌধুরি।

■ বাঁকুড়া সদর থানার কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এস দর্জি। ছিলেন অন্য পুলিশ আধিকারিকরাও।

তারাপীঠে কালীপুজোয় মাতারা ও কালী এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিসাবে ফুটে ওঠেন

সংবাদদাতা, বীরভূম : শারদ উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই কালীপুজোর পালা এলে বাংলার সাধনপীঠগুলির মহিমা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেমনই এক জাগ্রত মায়ের স্থান তারাপীঠ। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে এই মন্দিরের মুখ উত্তর দিকে। নেপথ্যে আছে এক গভীর তান্ত্রিক রহস্য। যা দুই দেবী তারা আর কালীর দুর্লভ সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। গুপ্ত চিনাকার তিন্ত্রমে নাকি বলা আছে, তারাপীঠ থেকে উত্তরে প্রায় এক ক্রোশ দূরে উদয়পুরে দেবী কালীর আসন। সেখানে দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকেন স্বয়ং দেবী তারা। অর্থাৎ, তারা আর কালী— দুজনেই একে অপরের মুখোমুখি অবস্থান করছেন। লোকশ্রুতি, এককালে নাকি দুই দেবীকে এক সঙ্গেই দেখা যেত। শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, যদি কোনও সাধক উদয়পুরের কালীপীঠে বসে দেবী তারার সাধনা করেন এবং তারাপীঠে বসে দেবী কালীর সাধনা করেন, আর মনে করেন, 'যা কালী সা তারা, যা তারা সা কালী'— তবেই তিনি মন্ত্রসিদ্ধ হন, হয়ে ওঠেন মহাসাধক। এই প্রথা মেনেই প্রাচীনকালে ঋষি বশিষ্ঠ থেকে শুরু করে আনন্দনাথ, এমনকী আধুনিক যুগের বামাখ্যাপা পর্যন্ত সকলেই এই দুই স্থানে সাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছেন। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, কোজাগরী পূর্ণিমার ঠিক আগের দিনেই তারাপীঠের মহিমা ভিন্ন মাত্রা নেয়। কথিত, এই দিনেই তারাপীঠ মহাশ্মশানের শ্বেতশিমুল গাছের নীচে ঋষি বশিষ্ঠ খুঁজে পেয়েছিলেন দেবীর আদি শিলামূর্তি। কালের গর্ভে সেই মূর্তি তলিয়ে গেলেও জনশ্রুতি, পাল রাজাদের সময়কালে জয়দত্ত সওদাগর স্বপ্নাদেশ পেয়ে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সেই মূর্তি উদ্ধার করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নাটোরের রানি তৈরি করেন বর্তমান মন্দিরটি। আবির্ভাব তিথিতে দেবীর রোজনামচা পাল্টে যায়। সূর্যোদয়ের আগেই ভোর তিনটে নাগাদ গর্ভগৃহ থেকে দেবীর বিগ্রহ বের করে এনে বিরাম মঞ্চে বসানো হয় পশ্চিমমুখী করে। জীবিত কুণ্ড থেকে জল এনে স্নান করানোর পর পরানো হয় রাজবেশ। চলে মঙ্গলারতি। কথিত, একবার রাজা রাখরচন্দ্রকে প্রধান তান্ত্রিক আনন্দনাথ পুজোয় বাধা দেন। অভিমানী রাজা দ্বারকা নদের পশ্চিম পাড়ে ঘট প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেন। সেই রাতেই আনন্দনাথকে স্বপ্নে দেখা দেন দেবী তারা। আজ্ঞা দেন, পশ্চিম মুখে কালীবাড়ির দিকে মুখ করেই যেন তাঁর পুজো করা হয়। সেই থেকে একদিনের জন্য পশ্চিম মুখে বসিয়ে পুজোর এই রীতি চালু হয়। সারা দিন বিরাম মঞ্চে থাকার পরে সন্ধ্যারতির পর দেবীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মূল মন্দিরে। এদিন দেবীর উপোস। তাই মধ্যাহ্নভোগ হয় না। ফল-মিষ্টি খান তিনি। সকালে শীতল ভোগে থাকে লুচি, মিষ্টি, সুজি। রাতে খিচুড়ি, পোলাও, পাঁচ ভাজা, মাছ-মাংস দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। হয় আবির্ভাব তিথির আগের দিন অর্থাৎ ত্রয়োদশীতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা হালখাতা করেন। তাঁদের বিশ্বাস, এতে দেবী সহায় হন এবং সারা বছর ব্যবসা ভাল চলে। তারাপীঠের কালীপূজার ইতিহাস মূলত ঋষি বশিষ্ঠ ও দেবী তারার উপাসনার সঙ্গে জড়িত। কিংবদন্তি অনুসারে, বশিষ্ঠ এখানে তারার তপস্যা করেন এবং দেবী তাঁকে দর্শন দেন। তারাপীঠকে সিদ্ধপীঠ হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে দেবীর পূজার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। দেবীকে সাধারণত কালীরূপে পুজো করা হয়। তিনি দশমহাবিদ্যা এবং কালী ও তারার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই বলেই মনে করা হয়।

কমিকসের পাতা থেকে মণ্ডপে ঢোলকপুর গ্রাম

প্রিন্স কর্মকার ● খাতড়া

এবার কমিকসের পাতা থেকে ঢোলকপুর গ্রাম উঠে এল খাতড়ায়। শহরে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়বে ঢোলকপুর গ্রাম, চুটকি-রাজু-কালিয়া কিংবা দুষ্টু বাঁদর জঙ্গুর কারবার। খাতড়া লিজেন্ডস ক্লাবের কালীপুজোর থিমই এ বছর ছোটা ভীম খ্যাত ঢোলকপুর। প্রতি বছরই খাতড়ার কালীপুজো মানেই থিমের চমক। সেই ধারায় নবম বর্ষে লিজেন্ডস ক্লাব বেছে নিয়েছে বাচ্চাদের প্রিয় কার্টুন 'ছোটা ভীম'কে। ক্লাব সদস্য সুখেন দাস বলেন, এবার বাচ্চাদের কথা ভেবেই ঢোলকপুরকে বেছে নিয়েছি। আজকাল বাচ্চারা ফোনে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের কার্টুনের দুনিয়া, খেলাধুলোর আনন্দ ফিরিয়ে দিতে চাই। ভীমের মতো সাহসী, ন্যায়পরায়ণ চরিত্র দেখে তারা আনন্দ পাক। মূলত এই ভাবনা থেকেই আমাদের এ বছরের থিম। থিম শিল্পী অশোক কালিন্দীর হাত ধরে বাঁশ, কাপড়, খড় আর চট দিয়ে সাজানো হয়েছে পুরো ঢোলকপুর গ্রাম। থাকছে ছোটা ভীম, চুটকি, রাজু,

কালিয়া, ধোলু-মোলু, জঙ্গু বাঁদর থেকে রাজা ইন্দ্রবর্মা আর রাজকুমারী ইন্দুমতীও। দোকানদার, ডাকাত সবাই যেন জীবন্ত হয়ে উঠবে আলোকসজ্জার ঝলকে। মণ্ডপ-চত্বরে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে ভীমের শক্তির উৎস সেই বিশেষ লাড্ডুর স্টল। রাতের আলোয় দেখে মনে হবে, কার্টুনের দুনিয়া নেমে এসেছে খাতড়ায়।

পথ-দুর্ঘটনায় মৃত দুই ভাই

সংবাদদাতা, জয়পুর : মোটরবাইক দুর্ঘটনায় বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের বেনাচাপড়া গ্রামের দুই যুবক শিবু সর্দার (২১) দেবাশিস সর্দারের (২৪) মৃত্যু হয়। দুজনে সম্পর্ক মামাতো-পিসতুতো ভাই। ওঁরা মোটরবাইকে জয়পুরের কুচিয়াকোল বাজারে গিয়েছিলেন কাজে। ফেরার পথে কুচিয়াকোল সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি শালগাছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিবুর। আহত দেবাশিসকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

■ সোমবার সাতসকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার কেশবপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এক মাঝবয়সি ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল। নাম রবীন্দ্রনাথ মাইতি (৫৬)। বাড়ি দেউলপোতা গ্রামে। সোমবার কেশবপুর যাত্রী বিশ্রামাগারের পাশে তাঁকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখেন পথচলতি মানুষ। সুতাহাটা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ডায়ালিসিস চলছিল তার। হতাশা? আগেও বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

বালিভাষা টোল প্লাজার 'সময়ের সৃষ্টি' মন কাড়ছে

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামে থিমভিত্তিক কালীপুজোর আলোচনায় এখন সবার আগে নাম আসছে বালিভাষা টোল প্লাজার শ্যামাপুজো। পঞ্চম বর্ষের থিম 'সময়ের সৃষ্টি'। সময়ের আবর্তে মহাবিশ্ব ও সৌরজগতের জন্মের কাহিনি শিল্পীর হাতে ধরা দিয়েছে মনোমুগ্ধকর মণ্ডপ ও প্রতিমায়। এবছরও মুম্বই-কলকাতাগামী জাতীয় সড়কের ধারে বালিভাষায় সাড়ম্বর হচ্ছে শ্যামাপুজো। বাঁশ, কাঠের বাটাম ও পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি মণ্ডপে বিশেষ আলোকসজ্জা ও শিল্পসম্মত প্রতিমা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেছে। টোলপ্লাজার চতুর্দিকে আলোর কারুকার্য ভক্তদের টানছে। উদ্বোধন করেন সাংসদ দোলা সেন। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি। প্রতিদিন পুজোপ্রাঙ্গণে হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যার মধ্যে ছিল জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর গানও। কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা ও ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মাহাতো বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে টোলপ্লাজার কালীপুজো ঘিরে চলেছে আনন্দ, আলো ও ভক্তির মেলবন্ধন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 October, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

অলৌকিক মহিমার টানে ভক্তেরা বয়রা কালীমন্দিরে

কালিয়াগঞ্জ

সংবাদদাতা, কালিয়াগঞ্জ : উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কালীপুজোর মধ্যে আজও উজ্জ্বল কালিয়াগঞ্জের বয়রা কালীবাড়ির পুজো। প্রাচীনত্ব এবং দেবীর অলৌকিক মহিমার টানেই পুজোর রাতে বহু মানুষ ভিড় করেন। সোমবার স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে মাকে সাজিয়ে তোলা হয়। পুজো উপলক্ষে নতুন করে সেজে উঠেছে মন্দিরও। এদিন দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। রাত ৯টায় শুরু পুজোর। পাঁচ রকমের মাছ, ভাজা-সহ ফল মিষ্টি সহযোগে ভোগ দেওয়া হয়। কথিত আছে, প্রবীণ এক সাধক বয়রা গাছের নীচে প্রথম পুজোর প্রচলন করেন। এখানে দুটি নদী ছিল— রোহিত এবং শ্রীমতী। এই দুটি নদী দিয়ে বড় বড় বাণিজ্যের নৌকা আসত দূরদূরান্ত থেকে। একটি নদীর আর অস্তিত্ব নেই। বণিকেরা এসে বিশ্রাম করতেন যেখানে সেটি ছিল জঙ্গলে ভরা। পাশে একটি ছোট ঘর। বর্তমানে সেই জায়গাটির নাম গুদরি বাজার। সেই ঘরটিতেই স্থানীয়দের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে নতুন মন্দির। কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক সুকুমার ঘোষ মন্দিরটি সংস্কার করেন। মন্দিরে বসানো হয় দেবীর অষ্টধাতুর মূর্তি। প্রার্থনা আর মন্ত্রোচ্চারণে সরগরম হয়ে ওঠে এই মন্দির প্রাঙ্গণ। পুজোর ক'টা দিন দেশ, বিদেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন। পুজো দেন, মানত করেন।

মদনমোহন মন্দিরে রাজ আমলের তারামা পুজো

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের আমলে শুরু হওয়া বড় তারামায়ের পুজো হল মদনমোহন মন্দিরে। সোমবার সন্ধ্যায় রাজআমলের রীতি মেনে বড় তারামাকে সোনা ও রুপোর গহনা পরানো হয়েছে। রাজ আমলে কোচবিহারের মহারাজারা এই পুজোর পরিচালনা করলেও আপাতত দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এই পুজো পরিচালনা করে। রাত সাড়ে আটটার পর থেকে এই পুজো শুরু হয়। এই পুজোতে বিশেষ বলি ও ভোগের নিয়ম রয়েছে। ভোগে থাকে ডাল, ভাত, সবজি, খিচুড়ি, পাঁচ রকমের ভাজা, লুচি ও মিষ্টি। এছাড়াও ভোগে দেওয়া হয় পাঁঠার মাংস, শোলমাছ ও বোয়ালমাছ। রাজ আমলের নিয়ম মেনে পুরনো অলঙ্কারে সেজে ওঠেন দেবী। এবছরও পুলিশি নিরাপত্তায় মায়ের বিগ্রহে পরানো হয় সোনার উপর তৈরি ১০৮ মুণ্ডমালা, সোনার মুকুট, সোনার টিকলি, রুপোর চাঁদ। একসময় কোচবিহারের রাজপ্রাসাদে হত এই পুজো। তবে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এই মন্দিরের কাঠামিয়া মন্দিরেই ১৮৯০ সালের পর থেকে এই পুজো হয়ে আসছে। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই ভক্তদের ঢল নামে মন্দিরে। প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজোয় সামিল হন ভক্তেরা।

শ্যামা আরাধনা

■ রায়গঞ্জ বয়েজ সুকান্ত ক্লাবের কালীপুজো।

■ উত্তর কলকাতার তারক প্রামাণিক রোডের প্রামাণিকবাড়ির আড়াইশো বছরের পুজো।

■ শ্যামনগর ঘোষপাড়া যোগাযোগ ক্লাব মহিলা সমিতি পরিচালিত শ্রীশ্রী শ্যামাপুজোর প্রতিমা।

মহাশক্তিপীঠের মা শ্যামসুন্দরী আরাধনা শিলিগুড়িতে প্রথমবার

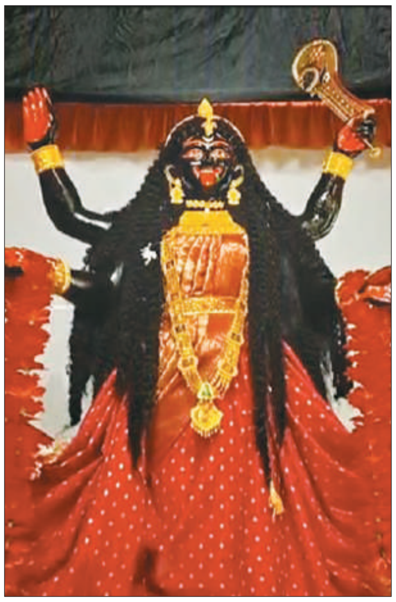

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : এ বছর ৪৬তম বর্ষে পদার্পণ করল আলোক সঙ্ঘ ক্লাবের কালীপুজো। পুজোর থিম 'মহাশক্তিপীঠের মা শ্যামসুন্দরী'। শিলিগুড়িতে এই প্রথমবার মা শ্যামসুন্দরীর আরাধনা হতে চলেছে, যা ইতিমধ্যেই এলাকাবাসীর মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। মণ্ডপ সজ্জা থেকে প্রতিমা— সবেতেই ফুটে উঠেছে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও শিল্পের নিখুঁত মেলবন্ধন। পুজো উপলক্ষে ক্লাবের তরফে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ, যেমন রক্তদান শিবির, পোশাক বিতরণ এবং স্থানীয় শিশুদের জন্য আনন্দ-অনুষ্ঠান। পুজো চলাকালীন প্রতিদিনই থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা এবং ধর্মীয় সঙ্গীতের আসর। ক্লাবের সদস্যদের আশা, শিলিগুড়িবাসীর আশীর্বাদে এ বছরের এই নতুন রূপের শ্যামাপুজো শহরের পুজো মানচিত্রে বিশেষ স্থান করে নেবে।

শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে আলোকসজ্জায় চমক

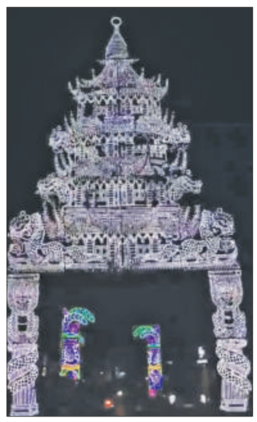

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : নতুন আঙ্গিকে মণ্ডপ তৈরি করে ফের চমক আনল শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম ২ নং অঞ্চলের তেলিপাড়া শ্রীকৃষ্ণ স্পোর্টিং ক্লাব। এবছর ৪৩তম বর্ষে পদার্পণ করছে পুজো। থিম নতুন আঙ্গিনা নজর কাড়ছে। এছাড়াও থাকছে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে আলোকসজ্জা। পুজোর কয়েকদিন সমাজ সেবামূলক কাজ ও বিভিন্ন শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ভোগের প্রসাদ ও দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হবে।

প্রতিবারের মতো এবছরও তাদের পুজো শহরবাসীর নজর কাড়বে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। এছাড়াও ওই এলাকার মানুষেরা গ্রাম অঞ্চলের ছেড়ে শহর দিকে পুজো দেখতে ঝুঁকছিল। তবে তাদের এলাকায় এত সুন্দর পূজা প্যান্ডেল হাওয়াতে গ্রাম অঞ্চলের মানুষদের মনজয় করবেন। তবে তারা আশাবাদী গ্রাম অঞ্চল ছাড়াও শিলিগুড়ি বহু মানুষ আসবেন তাদের এই পুজো দেখতে। তাই তারা প্রত্যেকেই প্রতি বছর মণ্ডপ ও প্রতিমায় নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেন।

বধূকে গণধর্ষণ দ্রুত গ্রেফতার এক অভিযুক্ত

ময়নাগুড়ি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষেপ রাজ্য পুলিশের। গৃহবধূকে গণধর্ষণের ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। বাকি দুই অভিযুক্তের সন্ধানে চলছে তল্লাশি। ঘটনা ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারিকামারী কালীহাট এলাকায়। সবজিবিক্রেতা স্বামী শুক্রবার রাতে বাড়িতে ছিলেন না। অভিযোগ, সেই সুযোগে রাত দশটা নাগাদ এলাকার তিন যুবক হঠাৎ ঢুকে গৃহবধূর উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালায়। যাওয়ার আগে হুমকি দেয় মুখ বন্ধ রাখার জন্য। প্রথমে ভয়ে চুপ থাকলেও, সাহস সঞ্চয় করে নির্যাতিতা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ সরকারকে বিষয়টি জানান। তাঁর পরামর্শে গৃহবধূ ও তাঁর স্বামী ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়েই দ্রুত তদন্ত শুরু করে গৌরাঙ্গ রায় নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, অভিযোগ পেয়েই এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বাকি দুই অভিযুক্তকে ধরতে জোর তল্লাশি চলছে। গণেশ বলেন, এই ঘটনার নিন্দা জানাই। কিন্তু একইসঙ্গে প্রশাসন যে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে, তা প্রশংসনীয়। এখন দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

শিলিগুড়িতে প্রথমবার ৪০ ফুটের বামাকালী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শহরের পুজো মানচিত্রে নজর কেড়েছে তরুণ অ্যাথলেটিক ক্লাবের শ্যামাপুজো। ৬২ বর্ষে তাদের বিশেষ আকর্ষণ ৪০ ফুটের বামাকালী, যা শিলিগুড়িতে এই প্রথম। শান্তিপুরের বিখ্যাত বামাকালীর আদলে নির্মিত এই বিশাল প্রতিমা দর্শকদের নজর কাড়ছে। মণ্ডপ জুড়ে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা ও শিল্পসজ্জা, যা ইতিমধ্যেই দর্শকদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দল। পুজো চলাকালীন ক্লাবের তরফে নেওয়া হয়েছে নানান সামাজিক উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— গান, নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে প্রতিদিনই জমজমাট হয়ে উঠছে মণ্ডপচত্বর। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসছেন এই অনন্য বামাকালী দর্শনে, যা এবারের শিলিগুড়ির শ্যামাপুজোয় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার ঢাকা বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের পর বাংলাদেশের বিমানকে কলকাতা বিমানবন্দরে সাময়িকভাবে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়। সেই অনুমতির মেয়াদ আরও কয়েকদিন বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ

নিরামিষ ভোগেই শক্তির আরাধনা চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়িতে

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দিরে জনপ্রিয়তা বহুল প্রচলিত। দিল্লির মিনি কলকাতা হিসাবে বাঙালি অধ্যুষিত এই জায়গায় মূল আকর্ষণ এই কালীমন্দির। সারাবছর স্থানীয় বাসিন্দারা কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব আয়োজনে মেতে থাকেন। এককথায় বলতে গেলে সি আর পার্ক কালীমন্দির এই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। সোমবার কালীপুজোর দিন এখানে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠলেন কয়েক হাজার মানুষ। মায়ের পুজো হল বিশেষ আয়োজনে। মন্দির প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলা হয়েছিল আলোকমালায়। শক্তির আরাধনায় মাকে ১০৮ সূর্যমুখী ফুলের মালা, সোনার গহনা,

মুকুট, বেনারসি শাড়ি পরানো হয়। নিশুতি রাতে ঢাক আর ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী বাঙালিপাড়া। সোমবার সকাল থেকেই মাতৃ আরাধনায় ভিড় জমান অসংখ্য ভক্ত। মন্দিরে লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়া শুরু হয়ে যায় সকাল থেকেই চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় আমাবস্যার তিথি অনুযায়ী ১০৮ দীপ প্রজ্বলিত করেন প্রধান পুরোহিত রজনীত পাহাড়ি। তিনি ২৮ বছর এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। রাধা-কৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজিত হন। সেই কারণে আমিষ ভোগ মা-কে উৎসর্গ করার রীতি নেই। নেই বলি প্রথাও। একেবারে নিরিমিষ। পোলাও, ভাজা, সবজি, মালপোয়া,

চাটনি, পায়েস ও মিষ্টি থালাতে সাজিয়ে মাকে উৎসর্গ করা হয়। রাতে প্রায় দু'হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। মধ্যরাত অবধি চলে শক্তির আরাধনা।

দীপান্বিতার আলোর উৎসবে যখন উঠল মেতে মন

■ আলোর ঝরনাধারায় ভাসল মুম্বই। (ডানদিকে) জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছেই দেওয়ালির মিষ্টিমুখ সদাসতর্ক সেনার।

মহারাষ্ট্রেও কারচুপি বিজেপি-কমিশনের!

তালিকায় ৯৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটার

মুম্বই: এবার বিজেপি-নির্বাচন কমিশনের যৌথ কারচুপিতে ভোটার তালিকায় ভয়াবহ কেলেঙ্কারি গেরুয়া মহারাষ্ট্রেও। অন্তত ৯৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটারে ভরে গেছে তালিকা। এই নিয়ে সোচ্চার বিরোধী পক্ষ। মিলিত প্রতিবাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

বিহারের পরেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা দেশের চোখ খুলে দিয়েছিলেন। কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, লোকসভায় দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী শিবির একজোট হয়ে কমিশন ও বিজেপির ষড়যন্ত্রর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এরপরেও ভুয়ো ভোটারের রমরমা চলছেই মূলত বিজেপি-শাসিত রাজ্যেগুলিতে। মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় এরকম প্রায় ৯৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের কারচুপি নিয়ে কমিশনকে কাঠগড়ায় তুললেন মহারাষ্ট্রে নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে। কমিশনের বিরুদ্ধে রাজ ঠাকরের অভিযোগ, তাঁদের নাকের ডগার উপর দিয়ে এই কারচুপি হচ্ছে। সামনেই পুরসভা নির্বাচন। তার আগে নির্বাচন কমিশনের চোখের সামনে ভুয়ো ভোটারের কারচুপি চলছে। মহারাষ্ট্রের একটি জনসভা থেকে অভিযোগ তোলেন তিনি।

বিরোধী নেতৃত্বের উদ্দেশ্য বার্তা দিয়ে রাজ ঠাকরে বলেন, ভুয়ো ভোটার রুখতে ছোট ছোট দল তৈরি করে বাড়ি বাড়ি ক্যাম্পেন চালাতে হবে। ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখলে তবে আসল তথ্য সামনে আসবে বলে বলেন তিনি। রাজ ঠাকরের অভিযোগের পর মহারাষ্ট্রের বাকি বিরোধী দলগুলিও তাকে সমর্থন জানিয়েছে। শিবসেনা (উদ্ধব) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, শীঘ্রই এই বিষয়ে আলোচনায় বসতে চলেছি আমরা। আমাদের দলের প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি (শরদ) প্রধান শরদ পাওয়ার ও অন্যান্য বিরোধী নেতার সঙ্গে বৈঠক করবেন। এরপর নির্বাচন কমিশনে গিয়ে এই বিষয়ে কথা বলব আমরা।

দেওয়ালির ভোরে মুম্বইয়ে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু নাবালকের

মুম্বই: সোমবার দেওয়ালির সকালে নেমে এল শোকের ছায়া। মুম্বইয়ের কোলাবার কুফে প্যারেড চউল থানা এলাকায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল এক নাবালক। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর আহত ৩ জন। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার ভোর সওয়া চারটে নাগাদ একটি বাড়ির একতলায় আগুন লাগে। আগুনে যশ বিত্তল খোট নামে ১৫ বছরের এক নাবালকের মৃত্যু হয়েছে। বিরাজ খোট, সংগ্রাম কুরনে এবং দেবেন্দ্র চৌধুরি নামে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দ্রুত উদ্ধার করে সেন্ট জর্জ'স হাসপাতালে সকলকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সেখানেই যশকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকিরা আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আগুনে বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন, তিনটি বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি এবং কিছু ইলেকট্রনিক্স জিনিস পুড়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানানো হয়েছে দমকলের তরফে।

জেএনইউ পড়ুয়াদের উপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা অধ্যাপকদের

নয়াদিল্লি: পুলিশ ও গেরুয়া ছাত্রদের তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা করল জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। দিল্লি পুলিশ জেএনইউ ছাত্রছাত্রীদের উপর যে হামলা চালিয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা। তাঁদের অভিযোগ, ছাত্রীদের উপরেও অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করেছে পুলিশ। আইন ভেঙে সন্ধ্যা ৭টার পরেও আটক রাখা হয় তাঁদের। পুলিশি হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। আইন-শৃঙ্খলার অজুহাতে পুলিশ পড়ুয়াদের পদযাত্রায় বাধা দেয়। আটক ছাত্র-ছাত্রীদের নিঃশর্তে মুক্তির দাবি জানিয়েছে জেএনইউ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন।

বাজি বাজারে ভয়াবহ আগুন পুড়ে ছাই ৬৫টি দোকান

লখনউ: অভিযোগের আঙুল যোগী প্রশাসনের দিকেই। প্রশ্ন উঠেছে, দীপাবলির আগে বাজির বাজারের সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি সরকারের তরফে। রবিবার উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে এমজি কলেজ মাঠে বাজি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। জানা গিয়েছে, একটি অস্থায়ী বাজি বাজারে আগুন লেগে ৬৫টিরও বেশি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অনেক মোটরসাইকেলও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুলিশের তরফে খবর কয়েক কোটি টাকার বাজি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে দুপুর ১২.৩০ শর্ট-সার্কিট থেকে একটি বাজির দোকানে প্রথমে আগুন লাগে কিন্তু আশেপাশের সব দোকানে বাজি থাকায় খুব দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক দোকানে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আতঙ্কে প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। ফতেহপুরের চিফ ফায়ার অফিসার জয়বীর সিং এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে পুরো বাজার আগুনে ঝলসে যায়। ৬৫-৭০টি দোকান এবং অনেক দুই চাকার গাড়ি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনার পর বাজি বিক্রেতাদের অভিযোগ খবর দেওয়া হলেও ঘটনাস্থলে দমকলের গাড়ি পৌঁছতে প্রায় ২০ মিনিট দেরি করেছিল। দমকল তৎপর হলে কিছুটা হলেও ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেত বলেই তারা মনে করছেন। খবর পেয়ে ফতেহপুরের এসপি অনুপ কুমার সিং এবং জেলাশাসক রবীন্দ্র সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতে জেলাশাসক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

চলে গেলেন আসরানি

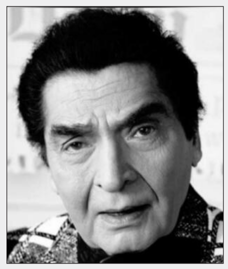

মুম্বই : আলোর উৎসবের মাঝেই শোকসংবাদ। প্রয়াত কিংবদন্তী অভিনেতা আসরানি। দীর্ঘ অসুস্থতার পর সোমবার বিকেলে মুম্বইয়ের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রবাদপ্রতিম কৌতুক অভিনেতা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। জন্মসূত্রে রাজস্থানি অভিনেতার পরিবারের তরফে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছে। এদিনই প্রয়াত অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে খবর। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা বলিউড। সমাজমাধ্যমে শোক প্রকাশ করছে সারা দেশের শিল্পীমহল।

কিংবদন্তী অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, গত চারদিন ধরে জুহুর ভারতীয় আরোগ্যনিধি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন গোবর্ধন আসরানি। তাঁর ভাইপো অশোক আসরানি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ফুসফুসে অত্যধিক জল জমে গিয়েছিল। তা থেকেই মৃত্যু। রমেশ সিপ্পির 'শোলে' থেকে 'বাওয়ার্চি', 'চুপকে চুপকে', 'সরগম', 'অভিমান'সহ সত্তর-আশির দশকের একগুচ্ছ সিনেমায় তাঁর প্রাণোচ্ছল অভিনয় মানুষের মন জয় করেছে। শোলে ছবিতে তাঁর অভিনীত জেলার চরিত্রটি রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাঁচ দশকের দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রায় ৩০০-রও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন কিংবদন্তী কৌতুকাভিনেতা।

১২
২১ অক্টোবর ২০২৫
মঙ্গলবার

দেশ বিদেশ

21 October, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইউক্রেনের বিতর্কিত অঞ্চল ডনবাস নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিক রাশিয়া আর ইউক্রেন। যুদ্ধ থামাতে এই সমাধানসূত্র দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

অবতরণের সময় ভয়ঙ্কর বিপত্তি
রানওয়ে থেকে ছিটকে সমুদ্রে বিমান

হংকং : সাম্প্রতিক-অতীতে অভূতপূর্ব বিমান দুর্ঘটনা। সোমবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ হংকং বিমানবন্দরে অবতরণের সময় রানওয়ে থেকে হঠাৎ সমুদ্রে ছিটকে পড়ল একটি কার্গো বিমান। ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। হংকং বিমান-বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে দুবাই-ফেরত বিমানটি হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করছিল। সেই সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিমানে থাকা চার ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে বিমানবন্দরে কর্মরত দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে হংকং বিমানবন্দরের উত্তর রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত বিমানবন্দরের অন্য দুটি রানওয়ে থেকে অপারেশন চলছে।

বোয়িং ৭৪৭ মালবাহী বিমানটি তুর্কি বিমান পরিবহণ সংস্থা এয়ারঅ্যাক্ট-এমিরেটস স্কাইকার্গোর উড়ান, ফ্লাইট নম্বর ইকে৯৭৮৮। এটি আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ে যাচ্ছিল। হংকংয়ের অসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে তারা বিমান সংস্থা এবং দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

প্রসঙ্গত, আগের দিনই মাঝ আকাশে বিমানে এক যাত্রীর ব্যাগে রাখা পাওয়ার ব্যাঙ্কের লিথিয়াম ব্যাটারি ফেটে বিপত্তি ঘটে। জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে। বিমানের মধ্যে আগুনের সেই ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। চিনের হাংঝৌ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার সোল যাওয়ার পথে এয়ার চায়না-র বিমানে এই ঘটনা ঘটে। বিমানের মধ্যে ওভারহেড কেবিনে রাখা এক যাত্রীর ব্যাগে বিস্ফোরণ ঘটে।

আবার ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর হুমকি মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন: ভারতের উপর আরও শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, রাশিয়া থেকে তেল না কেনার প্রতিশ্রুতি রাখেনি ভারত। রাশিয়া থেকে তেল কেনার 'অপরাধে' ভারতীয় সামগ্রীর উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ক্ষতি সহ্য করেও ভারতের বিদেশমন্ত্রক সস্তার রাশিয়ার তেল কেনার উপরই আস্থা রেখেছে। যদিও এর পরও বারবার ট্রাম্প দাবি করে গিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। যেখানে তিনি না কি রাশিয়া থেকে তেল না কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে এবার ট্রাম্প দাবি করলেন ভারত যদি রাশিয়া থেকে আরও তেল কেনে তবে আমেরিকা ভারতের উপর আরও শুল্ক চাপাবে।

মার্কিন শুল্কের দেড় মাস পরে ভারতের বস্ত্র শিল্প থেকে সামুদ্রিক খাবার, গয়না শিল্পের একটা বড় অংশ ব্যাপক ক্ষতির মুখে। একটা বড় অংশের ব্যবসায়ী ও রফতানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থা আমেরিকামুখী পথ থেকে সরে এসে নতুন বাজারের সন্ধানে। বহু কর্মহীন শ্রমিক, লোকসানে থাকা ব্যবসার দিকে না তাকিয়েই রাশিয়া থেকে তেল কেনার পথেই অটল রয়েছে ভারত। এরই মাঝে নতুন দাবি ট্রাম্পের। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প জানান, যদি ভারত রাশিয়ার থেকে এখনও তেল কেনার কথা বলে থাকে, তবে তাদের অনেক শুল্ক দিতে হবে। আমি নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাশিয়ার থেকে আর তেল কিনবেন না বলে। তবে যদি তারা সেটা না করে তবে তাদের আরও চড়া হারে শুল্ক দিতে হবে।

নিজের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ট্রাম্প স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর তেল-কেনা সংক্রান্ত কথা হয়েছে। যদিও এখনও এই বিষয়ে মুখ খোলেনি প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা বিদেশ মন্ত্রক। সেক্ষেত্রে কম দামে জ্বালানি কেনার পথ থেকে ভারতকে সরে আসতে হবে কিনা, তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। তা নাহলে আমেরিকার শুল্কের চাপে আরও কোন কোন ভারতীয় শিল্পকে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে, তা নিয়ে উৎসবের মরশুমের শেষেই শুরু হচ্ছে জল্পনা।

ট্রাম্পের বিমানের খুব কাছেই স্নাইপার বন্দুকবাজদের ঘাঁটি?

ফ্লরিডা: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জীবন সংশয়? তাঁকে কি ফের খুনের চক্রান্ত করা হচ্ছে? তেমনই সন্দেহ করা হচ্ছে ফ্লোরিডায় একটি অস্থায়ী কাঠামো দেখে। তাঁর এয়ার ফোর্স ১ বিমানের ওঠানামার জায়গার খুব কাছেই পাওয়া গিয়েছে এমন একটি অস্থায়ী কাঠামো যা স্নাইপার বন্দুকবাজদের ঘাঁটি হওয়া অসম্ভব নয়। বিমানের ২০০ গজের মধ্যেই গাছের উপরে পাইপ দিয়ে তৈরি এই কাঠামো থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ট্রাম্পের বিমানে ওঠানামার দৃশ্য। তাঁর নিরাপত্তা আরও জোরদার করতেই রবিবার ট্রাম্পকে তুলনামূলক একটি ছোট সিঁড়ি দিয়ে ওঠানো হয়েছে বিমানে। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

বিমানে পাওয়ার ব্যাঙ্ক ফেটে আগুন

নয়াদিল্লি: দিল্লির বিমানবন্দরে ডিমাপুরগামী ইন্ডিগোর বিমানে আচমকাই আগুন। রবিবারের ঘটনা। বিমানবন্দর থেকে সবে বিমানের চাকা গড়ানোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক যাত্রীর সিটের পিছনে পকেটে রাখা পাওয়ার ব্যাঙ্কে আচমকাই আগুন লেগে যায়। ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। তবে ককপিটে ক্রুরা এসওপি পদ্ধতিতে আগুন দ্রুত আয়ত্তে আনেন। কেউ হতাহত হয়নি।

অনশনে বাংলাদেশের শিক্ষকেরা

ঢাকা : শিক্ষকদের আন্দোলন রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দিল ইউনূস সরকারকে। সোমবার থেকে আমরণ অনশনে বসলেন বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা। ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা ও ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার দাবি না মেটা পর্যন্ত অনশন-আন্দোলন এবং কর্মবিরতি চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষকেরা। স্বাভাবিকভাবেই চাপে পড়ে গিয়েছে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার।

মাঝ-আকাশে ফাটল জানালায়

লস অ্যাঞ্জেলেস : অল্পের জন্য রক্ষা পেল ইউনাইটেড এয়ার লাইন্সের ডেনভার থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসগামী বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স৮ বিমান। আচমকাই ফাটল ধরে উইন্ডশিল্ডে। মাঝ-আকাশে আচমকাই ফেটে যায় বিমানের জানালার কাঁচ। ৩৬০০০ হাজার ফুট থেকে আচমকাই নেমে আসে ১০০০০ ফুট। ১৪০ জন যাত্রী নিয়ে তড়িঘড়ি করে সেখানকার সল্টলেক সিটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানটি। বেশ কয়েকদিন পরে প্রকাশ্যে আসে ঘটনাটি।

খোয়া গিয়েছে দুর্মূল্য আটটি ঐতিহাসিক গয়না
ল্যুভরে দুঃসাহসিক চুরি : ব্যর্থতা স্বীকার ম্যাক্রোঁর

প্যারিস: ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ল্যুভরের অ্যাপলোঁ গ্যালারিতে দুঃসাহসিক চুরির নৈতিক দায়িত্ব কার্যত স্বীকার করে নিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তিনি জানিয়েছেন, ফ্রান্সের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের উপরে আঘাত হানা হয়েছে। দোষীদের বিচার হবে। আইনমন্ত্রী জেরার দামানিন স্বীকার করেছেন, তাঁরা ব্যর্থ। ল্যুভরে যে চুরি হয়েছে, তার জেরে গোটা দেশে একটা নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা নিয়ে। এখনও একজনও ধরা না পড়লেও কীভাবে ঢুকল চোরের দল, রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পটই বা দিল কীভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মিউজিয়ামে দুষ্কৃতীরা হানা দেয় রবিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ। মিউজিয়াম

ধরা পড়েনি চোরের দল

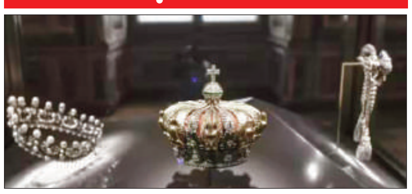

খোলার আগেই সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত হাইড্রিক ল্যাডার দিয়ে উপরে উঠে যায় তারা। অপারেশন শেষ করে মাত্র ৭ মিনিটে।

এদিকে, তৃতীয় নেপোলিয়ানের স্ত্রীর দুর্মূল্য মুকুট চুরি করে চম্পট দেওয়ার সময় তা পথেই ফেলে গেল চোরেরা। 'রিজেন্ট হিরে'ও নিতে পারেনি তারা। তবে এখনও পর্যন্ত ধরা পড়ল না একজন চোরও। ঐতিহাসিক ল্যুভরের অ্যাপোলোঁ গ্যালারি থেকে রবিবার মোট ৮টি গয়না চুরি করেছে চোরের দল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় নেপোলিয়ানের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ইউজিনের একটি দুর্মূল্য মুকুট। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা নিয়ে যেতে পারেনি চোরেরা। পথ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে তা। খোয়া যাওয়ার তালিকায় আছে ফ্রান্সের রানি মারি আমেলি এবং রানি হোঁতসের টিয়ারা বা মুকুট, দুল, নীলার নেকলেসও। সদ্যবি নিলামঘরে ৬ কোটি মার্কিন ডলার ধার্য হয়েছিল যার দাম, সেই রিজেন্ট হিরে ছুঁতেও পারেনি চোরেরা।

১৯১১ সালে একবার চুরি হয়েছিল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির অনবদ্য তৈলচিত্র 'মোনা লিসা'। দু'বছর পরে সেই চিত্রকলা উদ্ধার করে ল্যুভরে ফিরিয়ে আনেন ফরাসি গোয়েন্দারা।

মহারাষ্ট্রকে ১৫০০ কোটি

(প্রথম পাতার পর)

ধস-বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার গোটা ভূমিরূপই কার্যত বদলে গিয়েছে। তার পরও কেন্দ্র একপয়সা সাহায্য দেয়নি বাংলাকে। বাংলায় তৃণমূল সরকার একক প্রয়াসে উত্তরবঙ্গ পুনর্গঠনের কাজ করছে। সম্প্রতি বন্যা বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রের জন্য দেড় হাজার কোটি অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তা স্পষ্ট করেছেন। তিনি জানান, মহারাষ্ট্রের বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের জন্য কেন্দ্রের সরকার ১,৫৬৬ কোটি টাকার সাহায্যের ঘোষণা করেছে। তাঁর এই পোস্টেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রের বঞ্চনার ছবিটা।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতাই উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসে জানিয়েছেন, মিরিকে ধসে যে বিপর্যয় হয়েছে তাতে সেইসব এলাকায় আর বাড়ি তৈরিই সম্ভব নয়! সেক্ষেত্রে নতুন জায়গা নির্দিষ্ট করে তাঁদের বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। তার পরও অদ্ভুত রকম নীরব কেন্দ্রের সরকার। তারা এতটাই বাংলা-বিরোধী যে, বাংলার জন্য কোনওরকম সহায়তা করতেই তারা নারাজ। তাই বারবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পক্ষপাতিত্বের ছবিটা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক যোজনা-সহ একাধিক প্রকল্পে বঞ্চনার পর কেন্দ্রের সরকারের থেকে কোনও সহযোগিতার প্রত্যাশী নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর তৈরি করা থেকে শুরু করে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য, চাকরির নিশ্চয়তা, ধস-বিধ্বস্ত এলাকা পুনর্গঠন সব ব্যবস্থাই রাজ্যের সরকার করেছে।

আমাদের গ্রহদের মহাকাশের যাবতীয় বিপদ থেকে আগলে রেখেছে বিস্তীর্ণ চৌম্বকক্ষেত্র। মহাকাশের উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন কণা এই চৌম্বকক্ষেত্রের কারণে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি সেই চুম্বককেই বিপদসঙ্কেত পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা

বৈদ্যুতিক বিড়ম্বনা

বেড়েই চলেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ জনিত দুর্ঘটনা।ঝড়, বৃষ্টি,জমা জলে লুকিয়ে রয়েছে মৃত্যু ফাঁদ। প্রায়শই জীবনহানি ঘটছে। কেন এমনটা হচ্ছে ? এর কারণ কী? কী করণীয়। লিখেছেন

ডঃ রামকৃষ্ণ দত্ত

সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে অন্তত ১২ জন মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন, বজ্রপাতের জন্য নয়। টিভি এবং সংবাদপত্রে ভুল-ত্রুটি নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে। এর জন্য প্রকৃত সমস্যা সৃষ্টিকারী হচ্ছে ঘরোয়া বিদ্যুতের বিভব বা সোজা ইংরেজিতে ভোল্টের সমস্যা। আমাদের দেশে ঘরোয়া বিদ্যুতের ভোল্ট ২২০ এসি। যদিও ব্রিটিশ শাসনকালে, কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন জায়গায় ঘরোয়া বিদ্যুতের ভোল্টেজ ২২০ ডিসি ছিল। এখনও সম্ভবত পুরোনো কলকাতায় কোনও কোনও জায়গায় ঘরোয়া বিদ্যুতের ভোল্ট ২২০ ডিসি। ভোল্ট ২২০ এসি মারাত্মক বিপজ্জনক। সামান্য ভুলে প্রচণ্ড জীবনহানির আশঙ্কা, বৃষ্টি-ভেজা শরীরে বিদ্যুতের তারের সামান্য স্পর্শ মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। সেই হিসাবে ভোল্টেজ ২২০ ডিসি তুলনামূলকভাবে সামান্য কম বিপজ্জনক। কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহণে ভীষণ সমস্যা। এক জায়গা থেকে অন্য কোনও দূরবর্তী জায়গায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করলে ভোল্টেজ খুব কমে যায়। তাই পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ (আমেরিকা-সহ অন্তত ৩০টি) ঘরোয়া বিদ্যুতের ভোল্ট ১১০ এসি সরবরাহ করা হয়। এতে জীবনহানির আশঙ্কা অনেক কম। কারণ ওই সমস্ত দেশে ঘরোয়া বিদ্যুতের জন্য জীবনহানিতে, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সংস্থা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এত বিপদ সত্ত্বেও বিদ্যুৎ ছাড়া বর্তমানে মানুষের জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব।

বিদ্যুৎ বিভব বা ভোল্ট কী

চাপ, তাপমাত্রা ও বিদ্যুৎ বিভব বা ইলেকট্রিকাল ভোল্ট মোটামুটি সমতুল্য। এদের মাত্রা যত বেশি তত বেশি বিপদজ্জনক আবার তত বেশি কর্মক্ষম। জলের চাপ যত বেশি হবে, নলের সাহায্যে তত বেশি দূরে জল প্রেরণ করা সম্ভব। তেমনি জলের চাপ বেশি না হলে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন সম্ভব না। একই ভাবে তাপমাত্রা কম হলে স্টিম ইঞ্জিন চলবে না, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে না। যেমন ঘরের বিদ্যুতের ভোল্ট ২২০ এসি, বৈদ্যুতিক ট্রেন-এর ভোল্ট বা বিভব ২৫০০০ এসি। বিভব কম হলে যন্ত্র খারাপ বা দক্ষতা কমে যায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যে দুটি যন্ত্র মানুষের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে তার একটি হল ইঞ্জিন আর একটি হল বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র, বা ডায়নামো। মাইকেল ফ্যারাডে ১৮৩১ সালে চুম্বকের সাহায্যে সর্বপ্রথম যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করেন। যদিও প্রথম অবিরাম বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী যন্ত্র বা ডায়নামো তৈরি হয় ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে। এরই কিছুদিন বাদে, ১৮৮২ সালে আমেরিকার পার্ল স্ট্রিটে ঘরোয়া বিদ্যুতের বিভব বা ভোল্ট ১১০ ডিসি ব্যবহার শুরু হয়। সাইকেলে আলো জ্বালাবার জন্য, চাকার সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র ঘোরানো হয়। এটিকেই ডায়নামো বলে। এর ভেতরে চুম্বক থাকে আর একটি তামার তারের কুণ্ডলী থাকে। উৎপন্ন বিদ্যুতের বিভব অনেকগুলি উপাংশের উপর নির্ভর করে, যেমন চুম্বকের ক্ষমতা, তামার তারের কুণ্ডলীতে প্যাঁচানো তারের সংখ্যা, কুণ্ডলীর ঘূর্ণন সংখ্যা এবং কী ধরনের ডায়নামো— এসি (অল্টারনেটিং কারেন্ট) বা ডিসি (ডাইরেক্ট কারেন্ট) ইত্যাদি। বস্তুত ডায়নামোর মধ্যে একটি ঘূর্ণন অংশ আর একটি স্থির অংশ। এই ঘূর্ণন অংশটিকে বাতাসের সাহায্যে, জলের সাহায্যে বা ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘোরানো হয় আর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

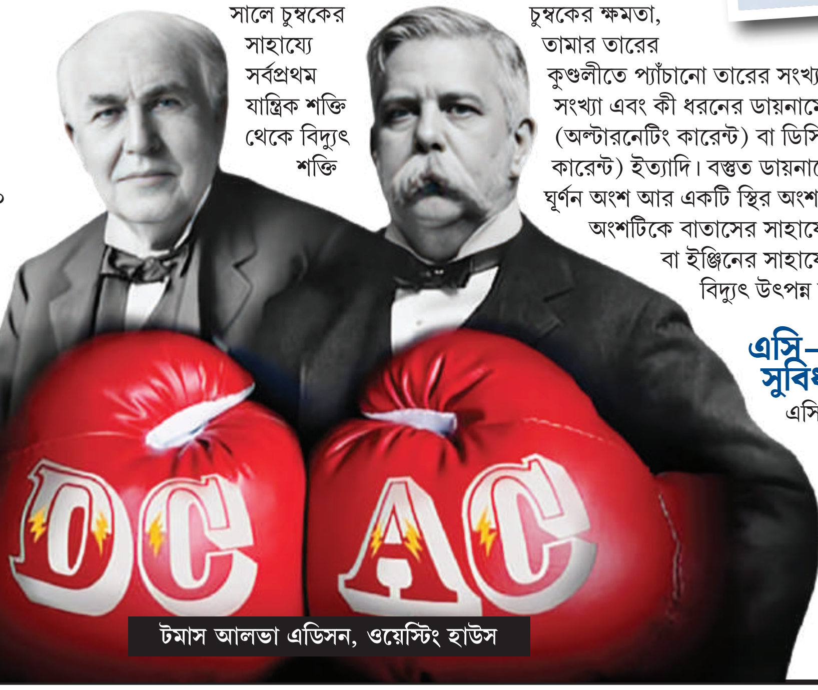

টমাস আলভা এডিসন, ওয়েস্টিং হাউস

এসি-ডিসি-র সুবিধা-অসুবিধা

এসি বিভব বা ভোল্ট ২২০, ডিসি বিভব বা ভোল্ট ৩০০-র সমান বিপজ্জনক। তা হলেও এসি বিদ্যুতের সুবিধা অনেক। বিভব বা ভোল্ট বাড়ানো বা কমানোর জন্য সবচাইতে বেশি দক্ষ যন্ত্র ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে বহুদূর বিদ্যুতের পরিবহণের জন্য ট্রান্সফরমারের সাহায্যে ৪ লক্ষ ভোল্ট করা হয়। দূর প্রান্তে আবার ট্রান্সফরমার দিয়ে বিভব কমিয়ে দেওয়া হয়। এতে অনেক সরু তারের সাহায্যে অনেক বেশি বিদ্যুৎ পাঠানো সম্ভব। আবার ভূপৃষ্ঠকে (আর্থিং) একটি পরিবাহীর মতো ব্যবহার করে পরিবাহীর সংখ্যা কমানো যায়। এসিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দাম ডিসির বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির থেকে অনেক কম। ঘরোয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ ডিসি নিরাপদ তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘরের ব্যবহারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিভব কমে যায়। ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা যায় না। শিল্পে অনেক সময় ডিসি-র প্রয়োজন, লোহা ইস্পাত জোড়বার (ওয়েল্ডিং) জন্য, তড়িৎলেপন (ইলেক্ট্রোপ্লেটিং), ধাতু নিষ্কাশন (মেটাল এক্সট্রাকশন) ইত্যাদি কাজে ডিসি দরকার। কিন্তু এসি থেকে ডিসি করা খুব সহজসাধ্য। ওই সমস্ত শিল্পে ডিসি-এর প্রয়োজন হলেও এসি ব্যবহার করে ডিসিতে পরিবর্তন করা হয়। সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ডিসি ছাড়া চলবে না।

ঘরোয়া বিদ্যুতের ভোল্টেজ কমের সুবিধা-অসুবিধা

উন্নত দেশে ১১০ ভোল্ট এসি ব্যবহার করে বিদ্যুতের জন্য প্রাণহানি অনেক কমিয়ে ফেলেছে। এটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিভব বা ভোল্টেজ ২২০ এসি-র পরিবর্তে ১১০ এসি করলে

ঘরের বৈদ্যুতিক তার একটু মোটা করতে হবে। বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের দাম একটু বাড়বে, শিল্পে প্রতিযোগিতা আসবে। ভারতে বৈদ্যুতিক শিল্পে নবজাগরণ হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। প্রযুক্তি যত উন্নত হবে বিভব বা ভোল্টেজ তত কমানো সম্ভব। আগে ১০০ ওয়াট বাল্ব ব্যবহার হত। বর্তমানে ১০ ওয়াট এলইডি ব্যবহার করা হয়। এই এলইডিগুলির মাত্র ৫ ভোল্ট প্রয়োজন। এখন ২৪ বা ৪৮ ভোল্ট-এ মোটর দিয়ে গাড়ি চালানো শুরু হয়েছে। সুতরাং আমাদের ঘরোয়া প্রয়োজনের আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ৫৫ ভোল্টেই সম্ভব। এমনকী বাড়িতে শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র চালনা ৫৫ ভোল্টস-এ সম্ভব। অদূর ভবিষতে ৫৫ ভোল্ট এসি সরবরাহ হলে, ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুতের জন্য প্রাণহানি হবে না বললেই চলে। বলতে বাধা নেই, আমাদের দেশে মহিলা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার অনেক আছেন, কিন্তু নিত্যঘরের প্রয়োজনে মহিলা ইলেক্ট্রিশিয়ান এখনও পাওয়া খুব মুশকিল। বিভব বা ভোল্ট ১১০ এসি বা ৫৫ এসি হলে তখন নিশ্চিন্তে সবাই ঘরে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করতে পারবেন।

মাঠে ময়দানে
21 October, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক ৩৯ বছরের পাক স্পিনার আসিফ আফ্রিদির

শেহবাগ ৪৭

নয়াদিল্লি : একদা ২২ গজে ঝড় তোলা বীরেন্দ্র শেহবাগ সোমবার ৪৭-এ পা দিলেন। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে বিসিসিআই। ৩৭৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৭,২৫৩ রান করা বীরুর কেরিয়ার স্ট্যাটিসটিক্স তুলে ধরে তারা লিখেছে, তিনিই একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি টেস্টে দুটি ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন। বাকি দুজন হলেন ডন ব্র্যাডম্যান ও ব্রায়ান লারা। এরমধ্যে শেহবাগের ২৭৮ বলে ট্রিপল সেঞ্চুরি হল দ্রুততম। তিনি ১০৪টি টেস্ট ও ২৫১টি একদিনের ম্যাচ খেলেছিলেন। এছাড়া ১৯টি একদিনের ম্যাচও খেলেছেন শেহবাগ। আইপিএলে তিনি দিল্লি ক্যাপিটালস ও পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছেন।

ব্যর্থ বাবর

রাওয়ালপিন্ডি : ফের ব্যর্থ বাবর আজম। সোমবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে মাত্র ১৬ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন তিনি। তবে বাবর বড় রান করতে না পারলেও, প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তানের রান ৫ উইকেটে ২৫৯। অধিনায়ক শান মাসুদ ৮৭ করে আউট হন। এছাড়া ওপেনার আবদুল্লা শফিকের অবদান ৫৭ রান। বাবরের মতো রান পেলেন না আরেক পাক তারকা মহম্মদ রিজওয়ানও (১৯)। দিনের শেষে ৪২ রানে নট আউট রয়েছেন সাউদ শাকিল। সঙ্গে ১০ রানে অপরাজিত সলমন আঘা। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের মধ্যে দু'টি করে উইকেট পেয়েছেন কেশব মহারাজ ও সাইমন হারমার।

নায়ক ব্রুক

ক্রাইস্টচার্চ : অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৬৫ রানে হারাল ইংল্যান্ড। বৃষ্টির জন্য সিরিজের প্রথম ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। সোমবার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৩৬ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড। ব্রুক মাত্র ৩৫ বলে ৭৮ রান করেন। ওপেনার ফিল সল্টের অবদান ৫৬ বলে ৮৫। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ১৮ ওভারে ১৭১ রানেই গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। টিম সেইফার্ট (৩৯) ও মিচেল স্যান্টনার (৩৬) ছাড়া আর কোনও কিউয়ি ব্যাটার উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেননি। ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ ৪ উইকেট দখল করেন। দু'টি করে উইকেট নেন লুক উড, লিয়াম ডসন ও ব্রাইডন কার্স।

এমবাপের গোলে ফের লা লিগার শীর্ষে রিয়াল

গোলের পর উচ্ছ্বসিত এমবাপে।

মাদ্রিদ, ২০ অক্টোবর : মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের লা লিগার শীর্ষস্থানের দখল নিল রিয়াল মাদ্রিদ। গেটাফেকে ১-০ গোলে হারিয়ে জাবি আলোন্সোর দল টপকে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনাকে। এই জয়ের পর, ৯ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ২৪। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট পাওয়া বার্সেলোনাকে নেমে গেল দ্বিতীয় স্থানে।

এই ম্যাচে রিয়ালের একমাত্র গোলটি করেছেন কিলিয়ান এমবাপে। এই গোলের সুবাদে ফরাসি তারকা আবার ছুঁয়ে ফেলেছেন অ্যালফ্রেড ডি স্টেফানো ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো দুই কিংবদন্তিকে। এবারের লা লিগায় প্রথম ৯ ম্যাচে ১০ গোল করেছেন এমবাপে। রিয়ালের ইতিহাসে গত ৭০ বছরে মাত্র তিনজন ফুটবলারের এই কৃতিত্ব রয়েছে। ডি স্টেফানো, রোনাল্ডো এবং অ্যামানসিও-র।

এদিকে, গেটাফের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পেতে অবশ্য রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে রিয়ালকে। আগাগোড়া প্রাধান্য বজায় রেখেও, কিছুতেই গোলের দেখা পাচ্ছিলেন না এমবাপেরা। বারবার আক্রমণ শানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছিল না। তবে ৭৭ মিনিটে গেটাফের অ্যালান নিয়োমের লাল কার্ড দেখাটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। মাত্র ৪০ সেকেন্ড আগে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা গেটাফে ডিফেন্ডার বল ছাড়াই ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে বিশ্রি ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। ফলে ১০ জনে হয়ে গিয়েছিল গেটাফে।

এর ঠিক তিন মিনিট পরেই জয়সূচক গোল তুলে নেয় রিয়াল। আর্দা গুলেরের পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের উপর থেকে জোরালো শটে জাল কাঁপান এমবাপে। দেশ এবং ক্লাবের হয়ে চলতি মরশুমে সব মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে এটি এমবাপের ১৩তম গোল। ৮৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন গেটাফের আরেক ফুটবলার অ্যালেক্স সানক্রিস। তবে ৯'জনে খেলেও প্রায় গোল শোধ করে দিয়েছিল গেটাফে। কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে থিবো কুর্তোয়ার দুর্দান্ত সেভ রিয়ালের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে দেয়।

অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপ নিয়ে মরক্কোর ফুটবলারদের উৎসব।

আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপ মরক্কোর

সান্তিয়াগো, ২০ অক্টোবর : হট ফেভারিট আর্জেন্টিনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন মরক্কো। চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোর এস্তাদিও নাসিওনাল স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে জোড়া গোল করে নায়ক বনে গেলেন মরক্কোর তরুণ তুর্কি ইয়াসির জাবিরি। যিনি আবার নিজেই মেসি-ভক্ত!

গ্রুপ পর্বে স্পেন ও ব্রাজিলকে হারিয়ে চমক দিয়েছিল মরক্কো। এবার যুব বিশ্বকাপের ইতিহাসে সফলতম দল আর্জেন্টিনাকে (সাতবারের চ্যাম্পিয়ন) হারিয়ে ঘানার পর আফ্রিকার দ্বিতীয় দেশ হিসাবে যুব পর্যায়ে বিশ্বসেরা হওয়ার সম্মান লাভ করল। শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলে ১৫ মিনিটেই প্রথম গোল তুলে নেয় মরক্কো। ফ্রি-কিক থেকে অসাধারণ গোল করেন জাবিরি। ২৮ মিনিটে দুরন্ত ভলিতে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনিই।

ম্যাচের বাকি সময় গোল শোধের জন্য আর্জেন্টিনা মরিয়া হয়েও ঝাঁপালেও, কাজের কাজটি হয়নি। বরং বিপক্ষের একের পর এক আক্রমণ রুখে সবার নজর কাড়লেন মরক্কোর গোলকিপার গোমিস। ফাইনালে হারের পর মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়েন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। এদিকে, আর্জেন্টিনা যুব দলকে সান্ত্বনা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে লিওনেল মেসির বার্তা, মাথা উঁচু করে থাকো। গোটা টুর্নামেন্টে তোমরা অসাধারণ খেলেছ। আমরা সবাই তোমাদের হাতেই কাপ দেখতে চেয়েছিলাম। সেটা না হলেও, যে আনন্দ তোমরা উপহার দিয়েছ এবং যে গর্বের সঙ্গে নীল-সাদা জার্সির সম্মান রেখেছ, তা আমাদের হৃদয় জয় করেছে।

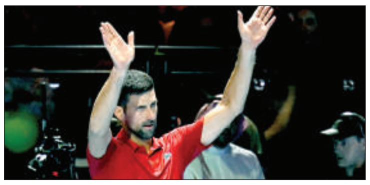

চোটে এটিপি ফাইনালসে অনিশ্চিত জকোভিচ

বেলগ্রেড, ২০ অক্টোবর : চোট সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না নোভাক জকোভিচের! রিয়াধে আয়োজিত সিক্স কিংস স্ল্যাম টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে টেলর ফ্রিটজের বিরুদ্ধে খেলার সময় বাঁ পায়ে চোট পেয়েছিলেন জকো। ফলে মাঝপথেই ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য হন। এদিকে, নভেম্বরে তুরিনে শুরু হচ্ছে এটিপি ফাইনালস। তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে এই টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছেন জকোভিচ। তার আগে এথেন্সে হবে এটিপি ২৫০ টুর্নামেন্ট।

প্রশ্ন উঠছে, জকোভিচ কি এই দুই টুর্নামেন্টের আগে ফিট হয়ে উঠতে পারবেন। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সার্ব তারকার বক্তব্য, নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছি না। অন্তত এই মুহূর্তে। চোটের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। আপাতত কয়েকটা দিন পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে চাই। তবে আমি আশাবাদী, মরশুমের শেষ দুটো টুর্নামেন্ট খেলতে পারব বলে।

২০২৫ সালটা খুব খারাপ কেটেছে জকোভিচের। একটিও গ্র্যান্ড স্ল্যাম তিনি এই বছর জিততে পারেননি। তাহলে কি, আগামী বছরের শুরুতেই অবসর নিতে চলেছেন? ৩৮ বছর বয়সী টেনিস তারকা বলছেন, অবসর নিয়ে কিছুই ভাবিনি। এখনও নিজের খেলা উপভোগ করছি। তবে ফিটনেস একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

চাপে আফগানিস্তান

হারারে, ২০ অক্টোবর : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথম দিনেই চাপে আফগানিস্তান। সোমবার আফগানদের প্রথম ইনিংস মাত্র ১২৭ রানেই গুটিয়ে যায়। জিম্বাবোয়ের ব্রেড ইভান্স ২২ রানে ৫ উইকেট দখল করেন। তিন উইকেট পান ব্লেসিং মুজারাবানি। আফগানিস্তানের ব্যাটারদের মধ্যে কিছুটা লড়াই করেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৩৭ রান) এবং আব্দুল মালিক (৩০ রান)। এছাড়া দু'অঙ্কের রান পেয়েছেন মাত্র তিনজন ব্যাটার। এরপর ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ১৩০ রান তুলেছে জিম্বাবোয়ে। বেন কারেন ৫২ রানে নট আউট রয়েছেন। ৪৯ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন নিক ওয়েলচ। দু'টি উইকেটই দখল করেছেন আফগান পেসার জিয়াউর রহমান।

দাবার মেসি ওরো রেকর্ড নিয়ে ভাবে না

মুম্বই ২০ অক্টোবর : তিন মাস আগে মাদ্রিদে গ্র্যান্ডমাস্টার হতে যে তিনটি নর্ম লাগে তার প্রথমটি পেয়েছে আর্জেন্টিনার ফাউস্তিনো ওরো। ২৫০০ রেটিংও হয়ে গিয়েছে তার। আর্জেন্টিনার বিস্ময় দাবাড়ু মঙ্গলবার ১২-তে পড়েছে। পরের দুটি নর্ম আগামি পাঁচ মাসে পেয়ে গেলে কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার রেকর্ড করবে ওরো। যাকে আর্জেন্টিনায় আদর করে ডাকা হয় মেসি অফ চেস বা দাবার মেসি বলে।

কিন্তু রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়েও দাবার বিস্ময় বালক তা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। ভারতে খেলতে এসে ওরো বলেছে, আমি

বাবা-মার সঙ্গে খুদে দাবাড়ু ওরো।

টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি নিই। রোজ একটু উন্নতি করার চেষ্টা করি। কিন্তু রেকর্ড নিয়ে ভাবি না। আমি গ্র্যান্ডমাস্টার হতে চাই। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও হতে চাই। কিন্তু সবথেকে কম বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হলাম কিনা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

একট ওয়েবসাইটকে ওরো আরও বলেছে, আমি শুধু পরের গেমটা জিততে চাই। বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার ওরোকে বাবা ছ'বছর বয়সে দাবায় এনেছিলেন। রোজ ট্রেনিং দিতেন ছ'ঘণ্টা ধরে। ওরো এখন প্রথম গ্লোবাল চেস লিগের অনূর্ধ্ব ২১ বিভাগে ভাল ফল করার মুখে। এখানে জিততে আরও একটি জিএম নর্ম পাবে সে। সামনের কিছু ম্যাচে ওরো খেলার সুযোগ পেতে পারে বিশ্বনাথন আনন্দ, ডি গুকেশ, হিকারু নাকামুরা, অর্জুন ইরিগাইসি ও আর প্রজ্ঞানন্দের মতো খেলোয়াড়দের সঙ্গে।

১২ বছরের বিস্ময় বালক ভারতে দাবার প্রতিভার ঢল দেখে উচ্ছ্বসিত। অনেক প্লেয়ার একসঙ্গে উঠে এসেছে এখানে। জায়গাটাও তার পছন্দ হয়েছে। মুম্বই ছাড়াও চেন্নাই ও গোয়াতেও খেলার কথা রয়েছে ওরোর। তবে তার আইডল ম্যাগনাস কার্লসেন। তাঁকেই বিশ্বের সেরা দাবাড়ু মনে করে সে। ওরো কিন্তু কার্লসেনকেও হারিয়েছে। আর ইচ্ছে আছে একদিন লিও মেসির সঙ্গে দেখা করার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

21 October, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

বৈভব সূর্যবংশীকে বিহার নির্বাচনের ভবিষ্যতের ভোটার আইকন করল নির্বাচন কমিশন

কোচ অস্কারের সঙ্গে ঝামেলা

গোলকিপিং কোচের পদ থেকে ইস্তফা সন্দীপের

প্রতিবেদন : সুপার কাপের আগে লাল-হলুদ শিবিরে গৃহযুদ্ধ! কোচ অস্কার ব্রুজোর সঙ্গে ঝামেলার জেরে দায়িত্ব ছাড়লেন ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী। সুপার কাপ খেলতে সোমবারই গোয়া পৌঁছেছিল ইস্টবেঙ্গল। আর বিমানবন্দরেই অস্কারের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় সন্দীপের। বাকিরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও, দলের হেড অফ ফুটবল অপারেশন থাংবই সিংটোর কাছে পদত্যাগপত্র দিয়ে এদিনই পাল্টা বিমান ধরে কলকাতায় ফিরে এসেছেন সন্দীপ।

ঘটনার সূত্রপাত আইএফএ শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারের আগে প্রভসুখন গিলকে তুলে নিয়ে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলানোর। গোটা ম্যাচে দারুণ খেলেছিলেন গিল। তাই লাল-হলুদ কোচের এই সিদ্ধান্ত অবাক করেছিল সবাইকে। দেবজিৎ পেনাল্টি শুট আউটে একটিও শট বাঁচাতে পারেননি। ইস্টবেঙ্গলও ম্যাচ হেরে যায়। এর পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে অস্কার বলেছিলেন, আমার ভুল হয়েছে। সাপোর্ট স্টাফদের কথা শুনে গিলকে তুলে নিয়ে টাইব্রেকারে দেবজিৎকে খেলানো উচিত হয়নি। জানা গিয়েছিল, সেদিন গোলকিপার কোচ সন্দীপের পরামর্শ মেনে দেবজিৎকে খেলিয়েছিলেন অস্কার।

কিন্তু এদিন গোয়া বিমানবন্দরে ঠিক কী ঘটেছিল? কলকাতার বিমান ধরার আগে গোয়া থেকে ফোনে লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে সন্দীপ বলেন, যেভাবে গোটা দলের সামনে উনি আমাকে অপমান করেছেন, তার পর এক মুহূর্তও ওখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সিংটো আমাকে অনুরোধ করে টিম হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি রিসেপশন থেকেই ফিরে আসি।

সন্দীপের অভিযোগ, অস্কার প্রথম দিন থেকেই আমাকে হেয় করতেন। আমাকে যেহেতু ক্লাব কর্তারা রিক্রুট করেছেন, তাই সন্দেহের চোখে দেখতেন। বলতেন আমি ড্রেসিংরুমের খবর ফাঁস করছি। যে কাজ করছি তার যোগ্য নই। আমার ৩০ বছরের ফুটবল কেরিয়ারে এমন অপমান আর কেউ করেনি। এটা ঘটনা, আমি সেদিন দেবজিৎকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম। তার জন্য কোচের কাছে দুঃখপ্রকাশও করেছি। কিন্তু এদিন গোয়া বিমানবন্দরে আমি ওঁকে হ্যালো বলার পর, উনি আমাকে রীতিমতো ধমক দিয়ে প্রশ্ন করেন, কার নির্দেশে তুমি আমাকে দেবজিৎকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছিলে?

সন্দীপের বক্তব্য, আমি তখন বলি, কারও কথায় নয়। দেবজিতের পেনাল্টি শুটআউটের রেকর্ড ভাল। এটিকে মোহনবাগানকে টাইব্রেকারে আইএসএল জিতিয়েছে। তাছাড়া আমি তো শুধু পরামর্শ দিয়েছিলাম। উনি কোচ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো ওঁর। উনি সেদিন আমার কথা শুনে ডাগআউটে বসা দেবজিৎকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, তুমি সবার সামনে বল, দলকে জেতাতে পারবে? দেবজিৎ তখন কি না বলবে! কোচ কোথায় ওর আত্মবিশ্বাস বাড়াবেন তা না করে উল্টে ওকে আরও চাপে ফেলে দিলেন!

সন্দীপের পাল্টা তোপ, উনি নিজে কতবড় কোচ? আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন! নিজে তো বাংলাদেশ আর ভারত ছাড়া কোথাও কোচিং করাননি। নিজের দেশ স্পেনে তো কাজ পাননি। আমাকে গোলকিপারদের প্র্যাকটিস করানোর জন্য মাত্র ১০ মিনিট সময় দিতেন। এমন পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে আমার দমবন্ধ হয়ে আসত। আমি তো এবার মুখ খুলব। এর শেষ দেখে ছাড়ব। এই দলটাকে ও একাই নষ্ট করছে। এবারের ইস্টবেঙ্গল দল যথেষ্ট ভাল। কিন্তু অস্কার যেভাবে ফুটবলারদের চাপে রাখেন, তাতে ভাল রেজাল্ট হওয়া কঠিন। আমি ইস্তফার কথা ক্লাব-কর্তাদেরও জানিয়ে দিয়েছি।

রাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, পারস্পারিক সম্মতিতে সন্দীপের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

রোনাল্ডোকে ছাড়াই গোয়ায় আল নাসের

ফাতোরদা, ২০ অক্টোবর : যাবতীয় জল্পনার অবসান। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু ম্যাচ খেলতে গোয়াতে এলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সোমবার মধ্যরাতে পর্তুগিজ মহাতারকাকে ছাড়াই গোয়া পৌঁছে গেল সৌদি ক্লাব আল নাসের। বুধবার ফাতোরদার নেহেরু স্টেডিয়ামে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে আল নাসের।

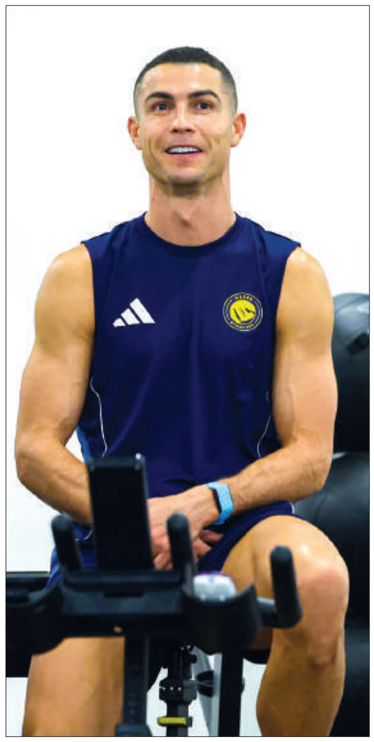

সতীর্থরা গোয়ায়, রিয়াধে রোনাল্ডো।

এর আগে আল নাসের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র যে দুটি ম্যাচ খেলেছে, তার একটিতেও খেলেননি রোনাল্ডো। সৌদি ক্লাবের সঙ্গে তাঁর চুক্তিই রয়েছে সৌদি আরবের বাইরের ম্যাচ খেলতে তিনি বাধ্য নন। তবুও এফসি গোয়ার তরফ থেকে বহুবার অনুরোধ করা হয়েছিল, রোনাল্ডো যাতে এই ম্যাচটা খেলেন। সিআর সেভেনকে দেখার জন্য উৎসুক ছিলেন গোয়ান ফুটবলপ্রেমীরাও। রোনাল্ডো আসবেন ভেবে, ম্যাচের সব টিকিও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটা হচ্ছে না।

জানা গিয়েছে, শনিবার সৌদি প্রো লিগে আল নাসেরের ম্যাচ রয়েছে। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে এই মুহূর্তে লিগের শীর্ষে রয়েছে আল নাসের। তাই রোনাল্ডোকে ভারতে আনার বদলে বিশ্রাম দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন আল নাসেরের কোচ জর্জ জেসুস।

তবে রোনাল্ডো ছাড়াও জোয়াও ফেলিক্স, সাদিও মানে, কিংসলে কোমান, ইনিগো মার্টিনেজদের মতো নামী বিদেশি তারকারা রয়েছেন আল নাসের দলে। এঁরা প্রত্যেকেই দলের সঙ্গে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ খেলতে গোয়ায় এসেছেন। ফলে চোখের সামনে বেশ কয়েকজন বিশ্বমানের তারকাকে দেখার সুযোগ পাবেন গোয়ান ফুটবলপ্রেমীরা। আল নাসের যেখানে গ্রুপের প্রথম দু'টিই ম্যাচই জিতেছে, সেখানে গোয়া দু'টি ম্যাচই হেরেছে।

সাত্ত্বিক ও চিরাগের সামনে নয়া চ্যালেঞ্জ

প্যারিস ওপেন

প্যারিস, ২০ অক্টোবর : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে প্যারিস ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। আর মরশুমের ট্রফি জয়ের লক্ষ্য নিয়ে প্যারিস পৌঁছে গিয়েছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। বিশ্বের ছ'নম্বর ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকরা প্রথম রাউন্ডেই কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছেন। শুরুতেই তাঁদের খেলতে হবে মুহাম্মদ রায়ান আরদিয়ান্তো ও রহমত হিদায়তের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত ডেনমার্ক ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ইন্দোনেশীয় জুটিকে হারিয়েছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

গত সপ্তাহে ডেনমার্ক ওপেনের ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা করতে পারেনি সাত্ত্বিকরা। শেষ পর্যন্ত রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এর আগে হংকং ওপেন ও চিনা মাস্টার্সের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন দু'জনে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও খেতাব জিততে পারেননি। তাই প্যারিস ওপেনে ট্রফি-খরা মেটাতে মরিয়া ভারতীয় জুটি।

বাজবল খেলেছি কুড়ি বছর আগে : গিলক্রিস্ট

মেলবোর্ন, ২০ অক্টোবর : অ্যাশেজের আগে চড়ছে উত্তাপ। ইংল্যান্ডের ওপেনার জ্যাক ক্রলির সাম্প্রতিক মন্তব্য ছিল, বাজবল অজিদের শেষ করে দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা ওপেনার অ্যাডাম গিলক্রিস্টের পাল্টা, তাঁরা এমন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলেছেন ২০ বছর আগেই।

কায়ো স্পোর্টসে গিলক্রিস্ট বলেছেন, ইংল্যান্ড বাজবল খেলছে ভাল কথা। কিন্তু আমরা ২০ বছর আগেই এটা করেছি। আমরা এত বছর ধরে যে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে এসেছি সেটাই আজ তোমরা করছ। না, এই বাজবল আমাদের শেষ করে দেয় না। বরং আক্রমণাত্মক ক্রিকেট দেখার একটা আকর্ষণ থাকে। ক্রিকেটকেও আকর্ষণীয় করে তোলে। এটা তোমরা চালিয়ে যাও।

২০২৩ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাশেজ ২-২ অমীমাংসিত থাকে। সেই প্রসঙ্গ টেনে ক্রলি বলেছিলেন, ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ও বেন স্টোকসের অধীনে বাজবল ক্রিকেট সেবার অস্ট্রেলিয়ার ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল। তারই জবাব ক্রলিকে দিয়েছেন গিলক্রিস্ট। সিরিজের আগে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। এবারের অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলকে 'জঘন্য' বলে বিদ্রুপ করেছেন প্রাক্তন ইংরেজ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত নন ইংল্যান্ডের কিউয়ি কোচ টিম সাউদি। তিনি বলেছেন, আমার মনে হয় না এই অস্ট্রেলিয়া দল খারাপ। আমাদের ফোকাস থাকবে শুধু ক্রিকেটে। ইংল্যান্ড দল মানের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। খুব আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে। শুধু ইংরেজরা নন,

টেস্টেও এভাবেই ব্যাট করতেন গিলক্রিস্ট।

অস্ট্রেলিয়ার মানুষ এবং গোটা বিশ্ব এবারের অ্যাশেজের দিকে তাকিয়ে আছে।

মাঠে ময়দানে
21 October, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অবসর নিলেন ভারতের হয়ে খেলা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম ক্রিকেটার পারভেজ রসুল

অ্যাডিলেডে খেলতে পারেন কুলদীপ

অ্যাডিলেড, ২০ অক্টোবর : সিরিজে ০-১ পিছিয়ে থাকা দলের সামনে এখন সমতা ফেরানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। অ্যাডিলেডেও হারলে তিন ম্যাচের সিরিজ হাতছাড়া হবে ভারতের।

এই পরিস্থিতিতে পারথ থেকে অ্যাডিলেড পৌঁছল ভারতীয় দল। সোমবার ছিল ট্র্যাভেল ডে। তাই মঙ্গলবার থেকে শুভমনরা অ্যাডিলেড ম্যাচের প্রস্তুতিতে নামবেন। এমনিতে এখনকার মাঠ ও পরিবেশ টিম ইন্ডিয়ার চেনা। কিন্তু চেনা পারথে পেস-বাউন্স বিপাকে ফেলার পর পরিচিত মাঠকেও আর ভরসা করা যাচ্ছে না।

তবে প্রথম ম্যাচে হারের পর গম্ভীরের দলে অন্তত একটি পরিবর্তন মোটামুটি নিশ্চিত। কুলদীপ যাদব অ্যাডিলেডে হয়তো খেলবেন। অশ্বিনের মতো প্রাক্তনরা সাফ বলছেন বাড়তি ব্যাটার খেলিয়ে যখন কাজ হয়নি তখন জেনুইন বোলার খেলাও। অস্ট্রেলিয়ার বড় মাঠে কুলদীপকে খেলানো না হলে আর কোথায় হবে?

প্রশ্ন হল কুলদীপ কার জায়গায় আসবেন? খুব সরল উত্তর হতে পারে ওয়াশিংটন সুন্দর। যিনি প্রথম ম্যাচে কিছু করতে পারেননি। কিন্তু আরেকটা নাম নিয়েও নাড়াচাড়া হচ্ছে। সেটা নীতীশকুমার রেড্ডির। যাকে রোহিত শর্মা আগের দিন ওডিআই ক্যাপ দিয়েছেন। তবে নীতীশ দলে টিকে যেতে পারেন ঝোড়ো ১৯ অপরাজিতের জন্য। দুটো বড় ছক্কা মারেন তিনি। বাদের তালিকায় থাকতে পারেন হর্ষিত রানাও। পারথে খারাপ বল করে যিনি স্ক্যানারের নিচে রয়েছেন। তাঁর বদলে আসতে পারেন প্রসিধ কৃষ্ণ।

অ্যাডিলেডেও বল দ্রুত আসবে। এখানে পিঙ্ক বল টেস্টের স্মৃতি খুব একটা ভাল নয় ভারতের জন্য। গতির উইকেটে এখন একজনকে মিস করছে ভারতীয় ড্রেসিংরুম। জসপ্রীত বুমরাকে। তিনি এখানে পাঁচ ম্যাচের টি ২০ সিরিজে খেলবেন। কিন্তু ওয়ার্কলোডের জন্য একদিনের সিরিজে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এখন হয়তো আফসোস হচ্ছে বুমরাকে না আনার জন্য।

দীপাবলির দিন স্ত্রী সাক্ষী এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে বিশেষ সাজে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতল শ্রীলঙ্কা

নবি মুম্বই, ২০ অক্টোবর : মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল শ্রীলঙ্কা। টানটান উত্তেজনার মধ্যে বাংলাদেশকে ৭ রানে হারিয়েছে তারা। সোমবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রানেই অল আউট হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। হাসিনা পেরেরা একাই ৮৫ রান না করলে, স্কোরবোর্ডে দুশো রানও উঠত না। এছাড়া ভাল ব্যাট করেন চামিরা আত্তাপাত্তু (৪৬) ও নীলাক্ষীকা সিলভা (৩৭)। বাংলাদেশের স্বর্ণা আখতার ৩ উইকেট দখল করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৫ রানে আটকে যায় বাংলাদেশ। নিগার সুলতানা ৭৭ ও শারমিন আখতার ৬৪ রান করেও দলকে জেতাতে পারেননি।

প্লেয়ার ও নির্বাচক কথা হোক সরাসরি : অশ্বিন

চেন্নাই, ২০ অক্টোবর : নির্বাচকদের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কেন নির্বাচক-ক্রিকেটার সরাসরি কথা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এইসঙ্গে ব্যাটিং লম্বা করাতে কুলদীপের মতো বোলারকে না খেলানোরও সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন অফস্পিনার।

রোহিত-বিরাট ৭ মাস পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনিতেই তাঁদের ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে এই ব্যর্থতা তাতে আরও সংশয় বাড়িয়েছে। এই আবহে অশ্বিন একটি ভিডিওতে বলেছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমানে ঘুরপথে কথা হচ্ছে। যার বদল দরকার। এটা দুই তরফেই চলছে। মুশকিল হচ্ছে সরাসরি কথা হলে তা বাইরে বেরোনোর আশঙ্কা থাকে। এমন যে হবে না এই বিশ্বাস কোনও তরফে নেই। এই যেমন শামি ভাল খেলে প্রেসের সামনে মুখ খুলল। ও কেন এমন করল? কারণ, শামি সামনের ছবিটা দেখতে পাচ্ছিল না। আমার মনে হয় প্রত্যেক দল নির্বাচনের পর অধিনায়ক ও নির্বাচক চেয়ারম্যানের প্রেসের সামনে আসা উচিত। তাতে যাদের নিয়ে তারা কাজ করছে তাদের সম্মান দেওয়া হবে। এই সরাসরি যোগাযোগের অভাবটাই চিন্তার কারণ হয়েছে।

এরপর অশ্বিন কুলদীপকে নিয়ে বলেছেন, ওরা হয়তো ব্যাটিং গভীরতার কথা বলবেন। তাহলে ব্যাটাররা আরও দায়িত্ব নিক। বাড়তি ব্যাটার নিয়ে খেললে সেটা ব্যাটারদের আড়াল করা। আমি সবসময় বলব সেরা বোলার খেলাও। ব্যাটিং লম্বা করতে দল বাছলে হবে না। আর কুলদীপ যদি এমন বড় মাঠে বল করতে না পারে তাহলে কোথায় করবে?

নিউজিল্যান্ড ম্যাচের দিকে তাকিয়ে হরমনপ্রীত

হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন স্মৃতি

ইংল্যান্ড ম্যাচে আউট হয়ে ফিরছেন স্মৃতি।

ইন্দোর, ২০ অক্টোবর : এত পরিশ্রমের পর এই হার যে তাঁকে অসম্ভব পীড়া দিচ্ছে সেটা ইংল্যান্ড ম্যাচের পর স্বীকার করে নিলেন হরমনপ্রীত কৌর। তিনি বলেন, কীভাবে এমন হল বুঝতে পারলাম না। শেষ ৫-৬ ওভার আমাদের জন্য ভাল যায়নি।

রবিবার ইংল্যান্ডের কাছে ৪ রানে হেরেছে ভারত। এর ফলে ইংল্যান্ড শেষ চারে উঠে গেল। কিন্তু টানা তিন ম্যাচ হেরে হরমনপ্রীতরা এখন কঠিন জায়গায় রয়েছেন। সেমিফাইনালও অনিশ্চিত। অধিনায়ক খেলার শেষে বলেন, স্মৃতির উইকেট আমাদের জন্য টার্নিং পয়েন্ট। তখনও হাতে ব্যাটার ছিল। জানি না কীভাবে ম্যাচটা চলে গেল। তবে ইংল্যান্ডকে অভিনন্দন। ওরা আশা না ছেড়ে ম্যাচে ছিল। উইকেটও নিয়েছে। এত পরিশ্রম করার পর এভাবে ম্যাচ চলে গেলে খারাপ লাগে। শেষ ৫-৬ ওভারে ম্যাচটা আমাদের হাতছাড়া হল।

হরমনপ্রীতের দাবি, তাঁরা ভাল ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু তারপরও হেরে ফিরছেন! তাঁর কথায়, আমাদের বোলাররা ভাল বল করেছে। হিদার নাইট ব্যাট করার সময় ইংল্যান্ড ভাল জায়গায় ছিল। আসলে শেষ পাঁচ ওভারে কী যে হল! আমাদের সবকিছু নিয়ে ভাবতে হবে। পরের ম্যাচ (নিউজিল্যান্ড) আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে ৪১ ওভারে ২৩৪/৩ থেকে ভারত যেভাবে ম্যাচ হেরে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অধিনায়ক নিজে ম্যাচের একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আউট হয়ে যান। অনেকের কাছে এটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট। স্মৃতি ৮৮ রানে আউট হয়েছেন ক্র্যাম্প ও ক্লান্তিতে। তিনি থাকলে হয়তো ভারত জিতত। এদিকে, সাংবাদিক বৈঠকে এসে হারের যাবতীয় দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন স্মৃতি। তিনি বলেন, জেতার জন্য ওভারপিছু মাত্র ছয় রানের দরকার ছিল। ওই পরিস্থিতিতে বড় শট নিতে গিয়ে আউট হলাম। এই হারের দায় আমার। আমি আউট হওয়ার পরেই ধসটা নেমেছিল। আমি নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করছি।

ডিএল মেথডের সমালোচনায় সানি

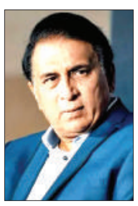

অ্যাডিলেড, ২০ জুন : পারথের হার নিয়ে অনেক চর্চা হচ্ছে। কিন্তু সুনীল গাভাসকর প্রশ্ন তুলে দিলেন এতদিন ধরে চলে আসা ডিএল মেথড নিয়ে। যার পোশাকি নাম ডাকওয়ার্থ-লুইস মেথড। গাভাসকর মনে করেন খুব বেশি লোক এই নিয়ম বোঝে না।

পারথে প্রথম একদিনের ম্যাচে বৃষ্টি বার চারেক ম্যাচ বন্ধ করেছে। যার প্রভাব পড়েছে ম্যাচের উপর। ৫০ ওভারের খেলা কমে দাঁড়ায় ২৬ ওভারে। কিন্তু তার থেকেও বড় ঘটনা ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার টার্গেট কমে যাওয়ায়। ভারত আগে ব্যাট করে তুলেছিল ১৩৬/৯। কিন্তু ডিএল নিয়মে অতঃপর অস্ট্রেলিয়ার টার্গেট দাঁড়িয়েছিল ১৩১ রান। গাভাসকর একটি টিভি চ্যানেলে বলেছেন, আমার মনে হয় না খুব বেশি লোক এই নিয়মটা বোঝে। তবু বছরের পর বছর চলে আসছে। এক ভারতীয় ভিজেডি বলে একটা মেথড এনেছিল। সেটা বেশ ভাল ছিল, কারণ এতে দুটো দলের সমান সুবিধা ছিল। ঘরোয়া ক্রিকেটে এর ব্যবহার হয়েছে। এখন হচ্ছে কিনা জানি না।

আমার মনে হয় এই বিষয়টা নিয়ে ভাবা দরকার। বিশেষ করে বৃষ্টি-বিঘ্নিত ম্যাচে। দেখতে হবে যাতে দুটো দলই মনে করে যে ফেয়ার টার্গেট দেওয়া হয়েছে।

রবিবার প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে। অ্যাডিলেডে পরের ম্যাচ বৃহস্পতিবার। এদিকে, প্রথম ম্যাচে রান পাননি বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। যদিও গাভাসকর আশাবাদী, সিরিজের পরের দুই ম্যাচেই রো-কো'র ব্যাটে বড় রান আসবে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেছেন, অনেকদিন পর ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বিরাট ও রোহিত। তাও আবার পারথে। যা অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে বেশি বাউন্সি পিচ। ফলে ওদের কাজটা কঠিন ছিল। তবে আমার বিশ্বাস, পরের দুটো ম্যাচেই ওদের ব্যাটে রান দেখতে পাব।